NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুভ নববর্ষ

১৪৩১

একদিন পত্রিকার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

৪ পয়লা বৈশাখ শাসক ও প্রজার মধ্যে এক সুন্দর সেতুবন্ধন তৈরির ইতিহাস

বাঙালির মন ও মননে পয়লা বৈশাখ : মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ স্বস্তিকের ব্যবহার ৫

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৪ ১ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০২ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.4.2024, Vol.17, Issue No. 302, 12 Pages, Price 3.00

ফুলবাড়িতে প্রচারে গিয়ে বিজেপি বিধায়ককে নিশানা করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী সপ্তাহ থেকে দেশে শুরু হয়ে যাবে চব্বিশের লোকসভা ভোট। ১৯ এপ্রিল, প্রথম দফায় ভোট রাজ্যের তিন কেন্দ্রে , কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে। তার আগে জেলায় জেলায় ঘুরে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের হয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জনসভা করেন তিনি। আর সেই মঞ্চ থেকেই 'দুঃখের কথা' শোনালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলে একচেটিয়া জিতেছিল বিজেপি। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মমতা জনগণের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'তৃণমূল কী দোষ করেছিল যে পাহাড়, জঙ্গলমহল কোথাও আসন পেল না?' এর পর তৃণমূলের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে মমতার আর্জি, 'ভোটটা দয়া করে আর বিজেপিকে দেবেন না। কাজটা করে তৃণমূলই।'

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের হয়ে প্রচার করতে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঠভর্তি দর্শক ছিল। কিন্তু ভোটবাক্সে তার প্রভাব পড়েনি। শনিবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের হয়ে প্রচার করতে

শোনা গেল আক্ষেপের সুর

এসে আক্ষেপই ঝরে পড়ল মমতার গলায়। পাশাপাশি নাম না করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে বিঁধলেন তিনি। ২০২১ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয়, সেই আবেদনও রাখলেন ভোটারদের কাছে। মমতার এই মন্তব্যের পর পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শিখাও।

শিলিগুড়ির জাবরাভিটার জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বলেন, '২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের প্রচারে এসে দেখেছিলাম মাঠ উপচানো ভিড়। কিন্তু পরে দেখলাম গৌতম হেরে গেল। আর যাকে আপনারা জেতালেন তার সম্বন্ধে বিজেপির মত কুরুচিকর মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু মনে রাখবেন, তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে গ্রাম পঞ্চায়েত বা সমিতির মেম্বার আমিই বানিয়েছি। আর তার কত ফুটানি। ডাবগ্রামের কথা তার মনে থাকে না! কী করেছে জিজ্ঞেস করুন তাকে।' ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে ১৮টি আসন জিতেছিল বিজেপি। উত্তরবঙ্গের আটটি লোকসভা আসনের মধ্যে সাতটিই বিজেপির দখলে যায়। শুধুমাত্র মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে জয়ী হয় কংগ্রেস। মমতার দাবি, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোনও বৈরিতা করেনি তাঁর সরকার। সমান উন্নয়ন করেছে। কিন্তু বিজেপি এতগুলো লোকসভায় জিতেও কোনও কাজ করেনি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মমতার কথায়, 'উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ আসন তো বিজেপির। কিন্তু বিজেপি উত্তরবঙ্গের জন্য কোনও কাজই করেনি। আমরা বেঙ্গল সাফারি পার্ক করেছি। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নাইট ল্যান্ডিংয়ের জন্য জমি দিয়েছি। বিনা পয়সায় রেশন দিচ্ছি। আর বিজেপি আটকে রেখেছে সাধারণ মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে আবাস যোজনার টাকা।' তার পরেই নাম-না করে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক শিখাকে নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকেই একহাত নেন তৃণমূল নেত্রী মমতা।

২০২১ সালে রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী গৌতমকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসন থেকে তৃণমূল প্রার্থী করার পরই গোষ্ঠীকোন্দল দেখা যায়। তখন তৃণমূল থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন শিখা। গৌতমকে পরাজিত করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে পদ্ম ফোটান শিখা। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, তা নিয়ে শিখার প্রতিক্রিয়া, 'কেউ তো কাউকে তুলে নিয়ে আসেই। ওঁকেও সুব্রত মুখোপাধ্যায় এক দিন তুলে নিয়ে এসেছিলেন। সেটাও উনি মনে রাখুন। আসলে প্রত্যেককেই কেউ না কেউ তুলে নিয়ে আসেন।'

প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলকে জেতালে ডিসেম্বরের মধ্যেই মিলবে আবাসের বাড়ি। কোচবিহারের সিতাইয়ের প্রচার সভা থেকে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন। ওইদিন বাংলার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে নির্বাচন। তার আগে শনিবার সিতাইয়ে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে জনসভা করলেন অভিষেক। সেখানে পাচার থেকে অনুপ্রবেশ, সমস্ত ইস্যুতেই কেন্দ্রকে নিশানা করলেন তিনি। বললেন, নিশীথ কখনও আমজনতার কথা ভাবেননি। তাঁদের জন্য কিছু করেননি।

আটক ১৭ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: ইজরায়েল-ইরানকে নিয়ে নতন কালো মেঘ। বন্ধু ইজরালেয়ের পক্ষে আমেরিকা। শনিবার হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ইজরায়েলি জাহাজকে আটকেছে ইরানের 'রেভোলিউশনারি গার্ডস অ্যারোস্পেস ফোর্স'। ওই জাহাজের ২৫ জন নাবিকের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয়। যাঁরা বর্তমানে ইরানের বিশেষ বাহিনীর হাতে বন্দি। জাহাজটিকে জলসীমায় নিয়ে যাচ্ছে তেহরানের বিশেষ বাহিনী।

দমদমের ছাতাকলে বিধ্বংসী আগুনে ছাই শতাধিক ঝুপড়ি

পুনর্বাসনের আশ্বাস সৌগতের, খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শেষ দিনের বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত দমদমের ছাতাকল এলাকার এক ঝুপড়ি। দমকলকর্মীদের ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিভলেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়। শনিবার দুপুরে এই আগুন লাগলো কী ভাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর বিস্ফোরণের শব পাওয়া যায়। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অনুমান। স্থানীয়দের কথায়, ওই ঝুপড়ির ১৩০টি ঘর আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে শতাধিক ঝুপড়িই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে ঝলসে গিয়ে বেশ কিছু গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। আগুন লাগার ঘটনা নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। বস্তির অদূরে বড় রাস্তা থেকেই পাইপলাইনের মাধ্যমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করতে হয় দমকলকর্মীদের। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ে। তাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এলাকায় ছিলেন দমদমের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় এবং সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। সুজিত বলেন, 'আমি খবর পেয়েই এলাকায় এসেছি। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের।' পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন সৌগত। তিনি বলেন, 'দমকল তাদের মতো কাজ করেছে। আগুনে অনেকের ক্ষতি হয়েছে। অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে সরকারের তরফ থেকে।' আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখার দাবি জানিয়েছেন সুজন।

প্রতিবছরের মতো এবারও চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যেয় মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় শনিবার প্রথমে নকুলেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তিনি। তার পর চলে যান কালীঘাটে। সেখানেও পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেককন্যা ছাড়াও এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ, রবিবার। শ্রী দুর্গা বাসন্তী ষষ্ঠি তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র দশা, ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা, কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কিছু ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ শুভ দিন। অন্যের নামে যে টাকা লগ্নি করেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : ধৈর্য রাখুন। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : বাড়িতে অতিথি আসবে। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবী ত দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেঁচে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : প্রভাবশালী যে মানুষ টি দায়িত্ব নিতে চাইছেন, তাকে দায়িত্ব পালন করতে দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখ সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুদ্ধি দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। কৃষ্ণ নাম শুভ।

(আজ নববর্ষ। বাঙালির নতুন বছরের প্রথম দিন। আজ শ্রী শ্রী বাসন্তী নবরাত্রি অশোক ষষ্ঠি তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Iqbal Hossain (old name) S/o. Abul Farah R/o. Sekharpara, Babnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ikbal Hossain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Iqbal Hossain ও Ikbal Hossain S/o. Abul Farah ও আমার স্ত্রী Monira Begam ও Monira Begum উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sohan Hossain.

Court Notice

In the Court of Ld. 7th A.D.J., Paschim Medinipur

Ref.: **Matrimonial Suit No. 315/2023**

TUMPA GHOSH ...aggrieved Petitioner

Versus

KOUSHIK GHOSH ...Respondent

NOTICE

This is for the information of all concerned that **Tumpa Ghosh** W/O Koushik Ghosh Care of Late Tushar Kanti Hor, Currently residing at gopalnagar Kharagpur, P.O-Kharagpur, P.S.- Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, has filed a Matrimonial Suit Case being No. **315/2023**, Under Section 27 of Special Marriage Act before the Ld. 7th ADJ, Paschim Medinipur for grant of Divorce in respect from the respondent Koushik Ghosh son of Late Pradip Kumar Ghosh, Resident of Subhaspally, Sakti Mandir Road near Bara Kuya, P.S.-Kharagpur Town, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721301. That the next fixed date of hearing of the case has been fixed on **14.05.2024**. The above respondent if got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then he is hereby called upon to submit any written objection by him or by his Advocate through appear the same otherwise the matter shall be heard at ex-parte hearing against him on the above mentioned date.

By Order/-
Sri Durga Kisku
Bench Clerk,
Ld. 7th ADJ Court,
Paschim Medinipur

Dated : 19.03.24

দুই অভিনেত্রীর লড়াইয়ে লাইম লাইটে হুগলি

শুভাশিস বিশ্বাস

হুগলি মানেই সিঙ্গুর আবেগ। বর্তমান শাসকদলের উত্থানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে এই সিঙ্গুরের নাম। তবে দিন বদলের সঙ্গে বদলাতে থাকে সিঙ্গুরের রাজনৈতিক হাওয়াও। ২০১৯এ-র লোকসভা নির্বাচনে সিঙ্গুরের সঙ্গে চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, ও ধনেখালির মতো আরও ছটি বিধানসভা নিয়ে গঠিত হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের দখল নেয় গেরুয়া শিবির। এদিকে আসন্ন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্র থেকে লড়াইয়ে একদিকে লকেট চট্টোপাধ্যায়, যিনি অভিনয় জগত ছেড়ে রাজনীতিতে পা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে এবং বিগত পাঁচ বছরের হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। আর অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশ থেকে রাজনীতিতে পা রাখা জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো-এর সঞ্চালক ও অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে টলিপাড়ার এই দুই অভিনেত্রীর লড়াইয়ে নিঃসন্দেহে লাইম লাইটে এখন হুগলি।

হুগলির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, হুগলি ছিল বামেদের ঘাঁটি। তবে মজার বিষয় হল, ১৯৫১ সালের প্রথম নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রার্থী এনসি চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দখলে। এরপর থেকে উড়েছে সিপিএম-এর পতাকা। প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ মোদক, এরপর রূপচাঁদ পালকেই পছন্দ করে এসেছেন হুগলি লোকসভার বাসিন্দারা। শুধু ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে রূপচাঁদ পালকে পরাজিত করেছিলেন কংগ্রেসের ইন্দুমতী ভট্টাচার্য। এরপর ২০০৯-এ এক পরিবর্তন আসে হুগলির রাজনীতিতে। সেবারের নির্বাচনে রূপচাঁদকে তাঁর সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের রত্না দে নাগ।

৫ লক্ষ ৭৪ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী রত্না দে নাগ। প্রতিদ্বন্দ্বী ৭ বারের সাংসদ রূপচাঁদ পাল পান ৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৯ ভোট। অর্থাৎ, জয়ের ব্যবধান ছিল ১ লক্ষের কম। তখন বিজেপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার ছিল এই হুগলিতে। মাত্র ৩৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান পান বিজেপির চুনীলাল চক্রবর্তী। তৃণমূলের সঙ্গে জোটে থাকায়, প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস। তবে বিজেপির নজর কাড়া উত্থান হয় ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে। তারই মাঝে ২০১৪-তেও তৃণমূলের রত্ন দে নাগ শুধু এই আসন ধরে রেখেছিলেন তাই নয়, বাড়িয়েছিলেন জয়ের ব্যবধানও। তিনি পেয়েছিলেন ৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৩১২টি ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম-এর প্রদীপ সাহা পান ৪ লক্ষ ২৫ হাজারের কিছু বেশি ভোট। ২০১৪-তে, বঙ্গ রাজনীতিতে 'মোদি হাওয়া'-র জেরে অনেকটা ভোট বাড়িয়ে নিয়েছিল বিজেপি। তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপির প্রার্থী চন্দন মিত্র পেয়েছিলেন ২ লক্ষ ২১ হাজার ২৭১ ভোট। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রীতম ঘোষ পান ৪২,২২৬ ভোট।

এরপর ২০১৯-এ ফের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় হুগলির। বলা যেতে পারে, এই কেন্দ্রে ভোটের প্যাটার্ন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল, বামের ভোট রাম শিবিরে যাওয়ার ছবিটা। তারই জেরে একেবারে রকেট গতিতে উত্থান হয়ে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৪৪৮ ভোট পেয়ে জয়ীও হন। তৃণমূল কংগ্রেসের রত্না দে নাগ পান ৫ লক্ষ ৯৮ হাজারের বেশি ভোট। সিপিআইএম প্রার্থী প্রদীপ সাহার ভোট ৪ লক্ষ থেকে কমে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫৮৮-তে। আর কংগ্রেস বঙ্গ রাজনীতিতে একেবারেই গুরুত্ব হারায়। কংগ্রেস প্রার্থী প্রতুল সাহা পান মাত্র ২৫,৩৭৪ ভোট। ২০১৯-এ লোকসভা কেন্দ্রটি বিজেপি দখলে নিলেও একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সাত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উড়েছে সবুজ আবির। গত বিধানসভা ভোটে একমাত্র আরামবাগ ছাড়া বাকি শ্রীরামপুর ও হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ভরাডুবি হয়েছে বিজেপির। ফলে প্রতি মুহূর্তে রাজনৈতিক আবহাওয়া কিন্তু বদলেই চলেছে হুগলির।

এদিকে ২০২৪-এ একদিকে লোকসভা জয়ের ট্রেন্ড ধরে রাখা আর অন্যদিকে, হুগলি লোকসভাকে ফের নিজেদের কব্জায় আনার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারে হুগলির শহর থেকে গ্রামীণ কেন্দ্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে দুই ফুলের দুই প্রার্থীকেই। তবে এই প্রচারে নেমে স্বস্তিতে নেই বিজেপি। পদে পদে ধেয়ে আসছে প্রশ্নবান। এর পাশাপাশি হুগলির বাসিন্দাদের একাংশের মত, শেষ পাঁচ বছরে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে খুব একটা দেখা যায়নি লোকসভায়। বরং সেখানে যে কোনও প্রয়োজনে দেখা মিলেছে বেচারাম মান্নার। পুজো হোক অথবা ইদ যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিপদে আপদে বেচারাম মান্নাকে কাছে পায় এখানকার মানুষ। উপরন্তু করোনা, লকডাউনের মতো অতি সঙ্কটেও দেখা মেলেনি বিজেপির। বরং এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল নেতাকর্মীদের। অন্যদিকে, অপর অংশের বক্তব্য, লকেট থাকুন না থাকুন, তিনি নিজের কাজটা ঠিক করে গিয়েছেন। আবার এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা বলেছেন কোনও রকম অভিনেত্রী নন বরং তাদের প্রয়োজন পাওয়া যাবে এমন কোনও মানুষ যদি ভোটে দাঁড়ালে বেশি ভাল হত। আর এলাকার মহিলাদের মতে 'দিদি নাম্বার ওয়ান' একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে এই লোকসভা নির্বাচনে। এদিকে হুগলিতে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে নজরে আসছে গোষ্ঠী কোন্দলও। লকেটের বিরুদ্ধে পড়েছে পোস্টারও। তবে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, এটা মনগড়া আর তৃণমূলের রটনা। অন্যদিকে, তৃণমূলের হাইকম্যান্ডের বার্তা, যে কোনও মূল্যে এবারে হুগলি লোকসভা আসন পুনরুদ্ধার করতেই হবে। এঁদের মাঝে সিপিএমের মনোদীপ ঘোষ নিজস্ব প্রচার সারছেন একেবারে নিজস্ব কায়দায়। কাজেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে, বিজেপি এই আসন ধরে রাখতে পারে, নাকি ফিরবে ঘাসফুল সেদিকেই নজর সকলের।

পিএনবির দুর্গাপুর কার্যালয়ে ব্যাঙ্কের ১৩০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৩০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুরের আঞ্চলিক কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল হেড সুমন্ত কুমারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রায়ের মূর্তিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মালা

পরিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জোনাল ম্যানেজার এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এরপর জোনাল অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন জোনাল ম্যানেজার সুমন্ত কুমার, ডেপুটি জোনাল ম্যানেজার অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার মণীশ কুমার দুবে এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মীরাও।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে জোনাল ম্যানেজার ব্যাঙ্কের ১৩০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলকে অভিনন্দন জানান এবং ব্যাঙ্কের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন।

এর পাশাপাশি গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের সেরা গ্রাহক পরিষেবা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবাগুলির মূল্যায়ন করেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৪ ১ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার

গার্ডেনরিচে বহুতল বিপর্যয় কাণ্ডে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ৩ ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে ১৩ জনের মৃত্যুতে কলকাতা পুরসভার উদাসীনতার দিকেই অভিযোগ উঠেছিল। ১৭ মার্চের সেই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিল পুরসভা। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শনিবার তিন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করল কলকাতা পুরসভা।

শুক্রবার কমিটি ছ'টি বিষয়ের তদন্ত রিপোর্ট কলকাতা পুরসভার কমিশনার ধবল জৈনের কাছে জমা দেয়। আর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ওই ইঞ্জিনিয়ারদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, কমিটির তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। তদন্তের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই ওই ইঞ্জিনিয়ারদের পুরসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই তাঁদের আবার কাজে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। কারণ, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে পেলেই ওই ইঞ্জিনিয়াদের ভুলত্রুটি বোঝা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই ওই ইঞ্জিনিয়ারদের বিল্ডিং বিভাগ থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়। শুরু হয় বিভাগীয় তদন্ত। সেই তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই সাসপেন্ড করা হল ইঞ্জিনিয়ারদের।

গার্ডেনরিচে গত১৭ মার্চ একটি বহুতল ভেঙে ঝুপড়ির ওপর পড়ে। সেই ঘটনায় প্রাণ হারান ১৩ জন। ঘটনার পরই পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন ওই বহুতল বেআইনিভাবে নির্মাণ হয়েছিল। বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় ১৮ মার্চ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবাদিত্য পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঘোষ ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শুভম ভট্টাচার্যকে শোকজ করেছিল কলকাতা পুরসভা। সূত্রের খবর শো-কজের জবাব দিলেও তা সন্তোষজনক মনে হয়নি কলকাতা পুরসভার। আপাতত ওই ইঞ্জিনিয়ারদের কয়েক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

তবে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে তাতে জানা গিয়েছে, 'রিইনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট' ঠিক ছিল না। সঙ্গে 'রাফট ফুটিং' অর্থাৎ ভিতে বিন্দুমাত্র কংক্রিটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বাড়িটির ভিতরে। এ ছাড়াও নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল বলে ওই রিপোর্টে উঠে এসেছে। কোনও রকম স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ছাড়াই ওই বহুতলটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলেই রিপোর্টে উঠে এসেছে। এখনও পর্যন্ত মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু করা যায়নি বলেই কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাটি পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। এই কাজে বেশ কয়েক মাস সময় লাগতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তদন্ত এখনও বাকি রয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

সাহিত্য নিয়ে পড়তে না দেওয়ায় 'আত্মঘাতী' ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাহিত্য নিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন উইমেনস পলিটেকনিক কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া নন্দিতা লাহা। তবে বাড়ি থেকে মেনে নেওয়া হয়নি তাঁর ইচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ইচ্ছের বিরুদ্ধে পড়াশোনার টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথই বেছে নিলেন বছর ১৮-র নন্দিতা। সূত্রের খবর, শুক্রবার আলিপুর কলেজের মহিলা হস্টেল থেকে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। সিলিং ফ্যান থেকে তাঁর ঝুলন্দ দেহ মেলে। তদন্তকারীদের ধারণা, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।

> **আলিপুর কলেজের মহিলা হস্টেল থেকে ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। সিলিং ফ্যান থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ মেলে। তদন্তকারীদের ধারণা, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।**

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরে জাজেস কোর্ট রোডের মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলে থাকতেন পশ্চিম মেদিনীপুরের নন্দিতা লাহা। ঘটনার দিন নন্দিতা দীর্ঘক্ষণ তাঁর ঘরের বাইরে না বের হওয়ায় সন্দেহ হয় হস্টেল কর্তৃপক্ষের। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা না খোলায় পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। আলিপুর থানার পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে, গলায় চাদর জড়িয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছেন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। তদন্তে নেমে পুলিশের ধারণা, শুক্রবারে যখন তাঁর ঘরের বাকি সহপাঠীরা কেউ সেখানে ছিলেন না সেই সুযোগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন নন্দিতা। এর পাশাপাশি নন্দিতার ঘর থেকে উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট। যেখানে লেখা ছিল, ওই সুইসাইড নোটে লেখা আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলেও তাতে তাঁর রুচি ছিল না। রুচি ছিল সাহিত্যে। কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী ছিলেন ওই ছাত্রী। তবে পরিবারের তরফে নন্দিতাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়েই কেরিয়ার তৈরি করার জন্য। কিন্তু, বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা না থাকায় এই নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুইসাইড নোটে ওই ছাত্রী আরও লিখেছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে এগোনোর ইচ্ছে তাঁর আর ছিল না। পরিবারের যে চাপ তা আর মেনে নেওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও তাঁর নেই। তাই চরম পদক্ষেপ। সুইসাইড নোট হাতে পাওয়ার পুলিশের অনুমান হতাশার শিকার হয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন নন্দিতা। পরিবারকে খবর দিয়ে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

সপরিবারে কালীঘাটে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতিবছরের মতো এবারও চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যেয় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় এদিন প্রথমে নকুলেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন তিনি। তার পর চলে যান কালীঘাটে। ভাইপো অভিষেকের মেয়ে ছাড়াও এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এদিন সন্ধেয় নকুলেশ্বর ও কালীঘাট মন্দির চত্বর মুড়ে ফেলা হয়েছিল নিরাপত্তার চাদরে। সন্ধে ৭ টা নাগাদ প্রথমে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নকুলেশ্বর মন্দিরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো দেন, আরতি করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে তিনি চলে যান কালীঘাটে। কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। বেনারসি শাড়ি উৎসর্গ করেন মা-কে।

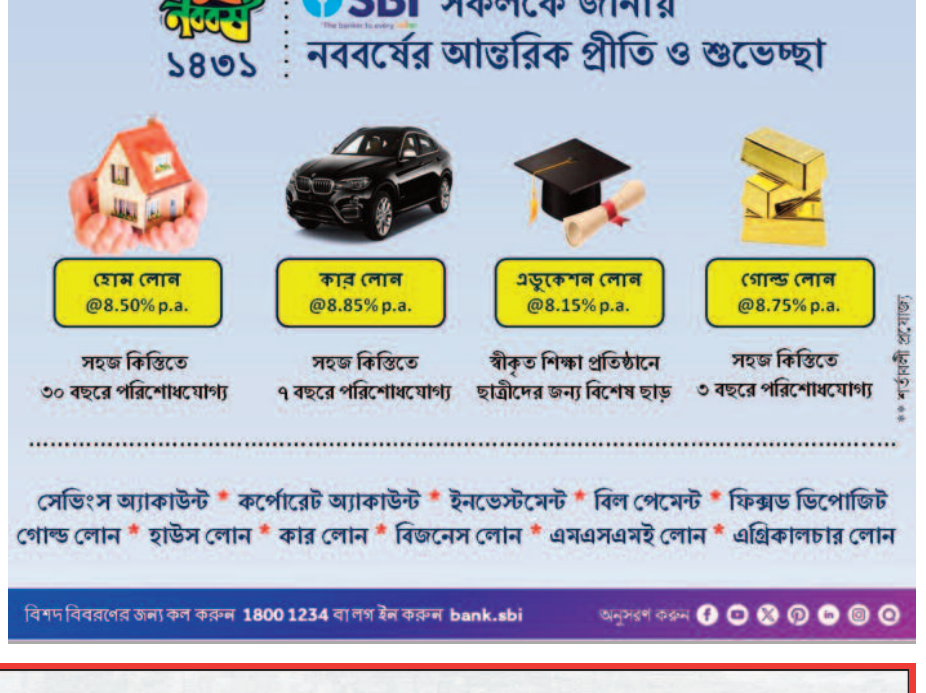

সম্পাদকীয়

ব্যাংকের ঋণ ফেরতের জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত হওয়া খুব জরুরি

ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ কমাতে ‘রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ’ বিকল্প, এই পরামর্শের গোড়াতেই গলদ। আজ এক দিকে সংবিধানের পিছনের দরজা দিয়ে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাঁকা পথে জোর করে বেসরকারিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে, অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ি এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের শায়েস্তা না করতে পেরে ব্যাঙ্ককেই ‘ব্যাড ব্যাঙ্ক’ বলে দাগিয়ে অকর্মণ্য বলা হচ্ছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ যদি কম হয়, তবে তার প্রধান কারণ, সেখানে ক্ষমতাসীন রাজনীতি বা সাঙাততন্ত্রের প্রভাব কম, এবং পেশাদার ব্যাঙ্কিংয়ের স্বাধীনতা বেশি। ঠিক বিপরীত দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তার চরিত্র অনুযায়ী সমাজকল্যাণ, রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা ও দেশের উন্নয়নে বলিপ্রদত্ত। এই তুলনার বিচার না করে সম্পাদক বড়সড় ঋণে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের ঝুঁকি না বোঝার কথা যা লিখেছেন, তাতে ব্যাঙ্ককর্মীদের একতরফা ভাবে অভিযুক্ত করা হয়। চোখের সামনে খেলাপি ঋণগ্রহীতা, জালিয়াতরা ঘুরে বেড়াবে আর নিরীহ ব্যাঙ্ককর্মী দায়ী হবেন, এ কেমন বিচার? জালিয়াতি রুখতে ব্যাঙ্ককর্মীদের আরও পেশাদার হতে হবে। ভারতে তো বটেই, সারা বিশ্বের বড় বড় প্রাইভেট ব্যাঙ্কে দক্ষ, পেশাদার অফিসার সত্ত্বেও যে অঙ্কের জালিয়াতি হয়, তা সাধারণত সংবাদে আসে না, ব্যালান্স শিটের সূক্ষ্ম হিসাবে সেঁধিয়ে যায়। বেসরকারি ব্যাঙ্কের শক্তি প্রয়োগে ঋণ আদায়ই বা কত দূর গণতন্ত্র-সম্মত? মোট কথা, কোনও প্রার্থী ঋণ পাবেন কি না, এই বিচারটিকে অন্য কোনও বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া যাবে না। যে কোনও ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের শক্তি, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকির বিশ্লেষণ। কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী তা করছেন? যখন ভারতের অর্থনীতি এমনিতেই দুর্বল, লাগাতার যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব বিশ্ব-অর্থনীতিকে আরও সঙ্কটে ফেলেছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে বড়সড় ঋণে অন্য কোনও বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া যাবে না এ আপাতত অবাস্তব। তা হলে কি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে না? অবশ্যই দেবে, কিন্তু সেখানে ঋণ ফেরতের জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিয়ে অর্থনৈতিক শাসনে আস্থা বাড়াতে হবে। ব্যাঙ্কের নিজস্ব ইন্টারনাল রেটিং এজেন্সি থাকা উচিত। ক্রেডিট ইনফর্মেশন বুরো (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বা ‘সিবিল’ এখনও আছে, যেখানে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে মূল্যায়ন করে। তা ছাড়া কিছু ‘কনসর্টিয়াম লোন’ আছে। সে ক্ষেত্রে ফের আলাদা করে রেটিং এজেন্সি তৈরি করলে তো মূল্যায়নে খরচ ও জটিলতা দুই-ই বাড়বে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্রমশ দুর্বল করে এ জাতীয় মূল্যায়ন কার্যকর হতে পারে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

বি আর আম্বেদকর

১৮৯১ *ভারতের সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আলি আকবর খানের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুণাল গাঁজাওয়ালার জন্মদিন।*

নববর্ষের সেকাল-একাল

গোপাল নাথ বাবুল

১৯৭৭ সালের কথা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তাম। পহেলা বৈশাখের দিন বাবার ব্যবসার সুবাদে পরিচিত এক দোকানে গিয়েছিলাম। সওদাগর সাদরে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ালেন। তখন থেকেই প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের সকালবেলাটা আমার এভাবেই কাটতো। কয়েকটি দোকানে যেতাম আর মিষ্টি খেতাম। দোকানদার লালমোড়কের খাতাটি খুলে বসতেন। ক্রেতারা এসে বকেয়া পরিশোধ করে মিষ্টি খেয়ে যেতেন। সকাল থেকে আমাদের দোহাজারী হাজারীর দিঘীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বসতো বাঙালির প্রাণের উৎসবের মেলা। নানা রকমের খেলনার জিনিস, বিভিন্ন প্রকারের খাবার-সহ চলতো পুতুল নাচ, সার্কাস, দুপুরের পর শংখ নদীতে নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, কুস্তির আসর, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, রাতভর যাত্রাপালা ইত্যাদি চলত। দেশের কোনো কোনো জায়গায় এ মেলা প্রায় মাসজুড়ে চলতো। এটাই ছিল মোটামুটি তখনকার পহেলা বৈশাখের চিত্র।

সময়ের সঙ্গে উৎসবের রঙ পাল্টানোর ফলে বর্তমান প্রজন্ম এমন নির্মল আনন্দ থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হচ্ছে। এখন হালখাতা, ষাঁড়ের লড়াই, সার্কাস, পুতুল নাচের কথা বললে নতুন প্রজন্ম হাঁ করে চেয়ে থাকে। এ শব্দগুলোর সঙ্গে তারা মোটেই পরিচিত নয়। কারণ, এসব ঐতিহ্য বর্তমানে হারিয়ে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে এখন হালখাতার রীতি বা আমেজ মোটেও নেই। হিসেব রাখার জন্য ব্যবহৃত লালমোড়কের বিশেষ খাতার পরিবর্তে ব্যবসায়ীরা এখন হিসেব সংরক্ষণ করেন কম্পিউটারে। ফলে হালখাতা নামের এ আয়োজনের সনাতন রীতি টিকতে না পেরে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

তারপরও বছর ঘুরে প্রতিবছর আসে সেই রাঙা প্রভাত, বাংলা নববর্ষ কিংবা পহেলা বৈশাখ। উৎসব প্রিয় বাঙালি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দিনটি নব উদ্যোগে পালন করেন। আপামর বাঙালি এই একদিন সারা বছরের না-পাওয়ার আক্ষেপ-অভিযোগ সাময়িকভাবে ভুলে উৎসবে মাতোয়ারা হয়। হয়তো অনেকের মধ্যে থাকে মানসিক যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তা। তারপরও নিজেদের মতো করে দিনটি আনন্দে কাটাতে চেষ্টা করেন। যদিও এ সামাজিক উৎসবটির তৎকালীন রূপ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে এটা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। পুরাতন কিছু অনুষ্ঠান বিদায় হয়ে নতুন কিছু যোগ হয়েছে। অতীতের রূপটি এখনো পুরানো ঢাকার কিছু কিছু হিন্দুর দোকানে পালিত হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে নেই বললেই চলে।

বর্তমানে এ উৎসবটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বজনীন ও বাঙালির জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলার প্রায় সব শহরেই নববর্ষের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতফেরি ও র‍্যালির বর্ণাঢ্য ঐক্যতান শোনা যায়। চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলা থেকে শুরু হয় উল্লসিত জনগণের চিরন্তন মঙ্গলের প্রতীকরূপে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন ও কলতানমুখর বর্ণাঢ্য মিছিল। চৈত্রের শেষদিনে পঞ্চব্যঞ্জন খেয়ে পরের দিনের পহেলা বৈশাখে মিষ্টিমুখ করার সেই পুরনো অনুষ্ঠান এখন চলে পান্তা ভাতের সঙ্গে ইলিশ ভাজা খাওয়ার মাধ্যমে। বাজার অর্থনীতির আগ্রাসন ও বুর্জোয়া বিলাসিতায় নাগরিক মধ্যবিত্তদের মেকি বাঙালিয়ানাটা বাদ দিলে বাংলা নববর্ষ বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। এ উৎসব জাতীয় জীবনের প্রেরণা থেকেই দেশ ও জাতিকে পৌঁছে দিতে পারে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মোহনায়। লোকসংস্কৃতি গবেষকরা বাংলা নববর্ষকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যময় উৎসব হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কারণ, পৃথিবীতে প্রচলিত বেশিরভাগ বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বাংলা নববর্ষের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। মূলত কৃষিকাজ ও খাজনা সংগ্রহের ব্যবস্থাকে ঘিরে এর প্রচলন হয়। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেষ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ পরম্পরা আজও বহমান। বর্তমানে পহেলা বৈশাখ, বাঙালির সর্বজনীন উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যা কিছু জীর্ণ-পুরনো, অশুভ ও অসুন্দর-তা পেছনে ফেলে নতুনের কেতন ওড়ানোর দিন, বাঙালির উৎসবের দিন, আনন্দের দিন, সম্প্রীতির দিন, সৌহার্দ্যের দিন, ভালো লাগা ও ভালোবাসার দিন, একে-অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের দিন, শুভ কামনার দিন এবং নতুন স্বপ্ন দেখার দিন।

প্রাচীনকালে একসময় কৃষিনির্ভর বাংলার মানুষ তাদের সাংবাৎসরিক দেনা-পাওনা, লেনদেনের সঙ্গে ঐকীভূত হতো পুণ্যার্হ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বিদায়ী বছরের বকেয়ার পাঠ চুকিয়ে বছরের প্রথমদিন নতুন হিসেবের খাতা খোলা হতো। আর এটা করা হতো উৎসব পালনের মাধ্যমে। তখন নতুন বছর শুরু হতো ‘অগ্রহায়ণ’ মাসে। ‘অগ্র’ শব্দের অর্থ প্রথম এবং ‘হায়ণ’ শব্দের অর্থ বছর। অর্থাৎ ‘অগ্রহায়ণ’ শব্দের অর্থ বছরের প্রথম। ধানের গন্ধে নবান্ন উৎসবের মাধ্যমে শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন বা পহেলা অগ্রহায়ণ বা শুভ নববর্ষ। তখন শুভ নববর্ষ ছিল ঋতুধর্মী উৎসব। এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। কারণ, কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য ঋতুর ওপর নির্ভর করতে হতো। এতে মুঘল সম্রাটদের আমলে সমস্যা দেখা দেয় খাজনা আদায়ে। কারণ, ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটরা কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতো হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে। কিন্তু হিজরী সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষি ফলনের সঙ্গে মিলতো না বলে অসময়ে কৃষকদের খাজনা পরিশোধে কষ্ট হতো। তাই খাজনা আদায়ের সুষ্ঠতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সম্রাটের আদেশে রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহ উল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সন ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ কিংবা ১১ মার্চ বা ৯৯২ হিজরিতে প্রবর্তন করেন। তবে এ গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছিল আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় ৫ নভেম্বর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হতে। নতুন সনটি ‘ফসলি সন’ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয় পরবর্তীকালে।

সুতরাং নববর্ষে যে কোনো পশ্চাদগামিতাকে প্রতিরোধ করে, আঁধারের বুকে আলো জ্বালানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই আবাহন করবো নতুন বছরকে-শুভ নববর্ষ-১৪৩১ বঙ্গাব্দ। জয় হোক মানুষের, জয় হোক মূল্যবোধের, জয় হোক মানবতার। নতুন বছর সবার জন্য নিয়ে আসুক সুখ, সমৃদ্ধি ও ভালোবাসা এবং স্বপ্নে, সাধনায় কাটুক নতুন বছর।

বহুরূপী

শুভঙ্কর দে

একটা সময় ছিল যখন নব্বইয়ের দশকের অনেকেই ‘বহুরূপী’ শব্দটির সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেই বিভিন্ন অঞ্চলে বহুরূপীদের দেখা মিলত। বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতিগুলির মধ্যে বহুরূপী অন্যতম ছিল। এই শিল্পকর্মকে লোকনাট্যের মধ্যেই ধরা হয়ে থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এখন একমাত্র একটি গ্রামেই নিয়মিত বহুরূপীর দেখা পাওয়া যায়। সেই গ্রামের নাম হল আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত ভুয়েড়া গ্রাম। বর্ধমান শহরের নবাবহাট থেকে ভায়া শিউড়ির বাস ধরে নামতে হবে ছোড়া নামের এক বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে আবার সাইকেল বা মোটরসাইকেল মারফত ভুয়েড়া গ্রামে যেতে হয়। এই গ্রামের একজন দীর্ঘদিন ধরে বহুরূপী শিল্পকলার স্পঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেও বেশি সময় ধরে যিনি একাই ভিন্নসাজে বহুরূপী সেজে মানুষদের আনন্দদান দিয়ে আসছেন তাঁর নাম নিতাই পাল। তবে এটা তাঁর সম্পূর্ণ পেশা নয়। পেশায় তিনি বংশগতভাবে একজন কুম্ভকার। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার জায়গা বহুরূপী শিল্প। তিনি কীভাবে বহুরূপী শিল্পকে ভালোবেসে দীর্ঘ চল্লিশ বছরও ধরে মনোরঞ্জন করে যাচ্ছেন সেই ইতিহাসে যাবার আগে ‘বহুরূপী’ লোকনাট্যের ব্যাপারে একটু লেখা উচিত।

‘বহুরূপী’ শব্দের মধ্যে রয়েছে দুটি শব্দ। দুই শব্দই সংস্কৃত শব্দ থেকে আগত। ‘বহু’ শব্দে অনেক, ‘রূপী’ শব্দে রূপধারণ করার অর্থ বোঝায়। অর্থাৎ যাঁরা এক দেহে অনেক রূপ ধারণ করে একটি শিল্পকে ফুটিয়ে তুলে আনন্দদান দিতে পারেন তাঁদেরকেই বহুরূপী আনে আখ্যায়িত করা হয়। একটা সময়ে এই শিল্পকেই অনেকে পেশাগতভাবে বেছে নিতে দেখা যেত। কারণ তখনও তার কদর ছিল মানুষের কাছে। সেই মানুষদের দেখা এত বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে, বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে। প্রতিদিন অন্য অন্য রূপ ধারণ করে আসতেন। কখনো হিন্দু দেব্দেবীর রূপ,কখনো অসুরদের রূপ, কখনো মহাপুরুষদের রূপ ধারণ করে এসে বিভিন্ন দৈহিক অঙ্গভঙ্গি ও মুখে উচ্চারণ করে কখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে কখনো আবার রাস্তার মোড়ে মানুষদের মাঝে নাট্যভঙ্গিতে তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শন করতেন। তাঁদের পোশাক হয় বিভিন্ন রংচঙে, মুখে লাগানো থাকে কৃত্তিম রঙ, হাতে চরিত্রানুযায়ী থাকত নকল অস্ত্র। তাঁদের অভিনয় দক্ষতা অসাধরণ হয়ে থাকে। কখনো ছেলে, কখনও আবার মেয়ে, কখনো আবার বৃদ্ধ সেজে সেই চরিত্রের গলার নকল, চলাফেরার ধরণ এমন দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা থাকে বেশিরভাগ বহুরূপীদের যার ফলে বোঝা যায় না তাঁরা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অভিনেতাদের থেকে কোনো অংশে কম যান না। এই বহুরূপীর চল এতটাই ছিল যে, বাংলার অনেক সাহিত্যে (সুবোধ ঘোষ রচিত ‘বহুরূপী’ গল্প, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’ তে ছিনাথ বহুরূপী ইত্যাদি), অনেক সিনেমায় (‘কাপুরুষ মহাপুরুষ’, ‘মন মানে না’ইত্যাদি) দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই বহুরূপীর সংখ্যা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই পেশা বা নেশায় অংশ নিতে আর তেমনভাবে কাউকেই নিতে দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ অবশ্যই আধুনিক জীবনযাত্রা এবং এই নাট্যশিল্পকে গুরুত্ব না দিয়ে কোণঠাসা করে দেওয়া। তবুও এতকিছুর পরেও পূর্ব বর্ধমান জেলার ভুয়েড়া নামে প্রত্যন্ত গ্রামে নিতাই চন্দ্র পাল দীর্ঘ বছর ধরে বহুরূপীর পাঠ করে যে মনোরঞ্জন করে যাচ্ছেন তাঁর সেই কাজকে যথাযথভাবে সম্মান দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। নিতাই পাল কীভাবে এই নাট্যশিল্পে প্রবেশ করলেন সেই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, তাঁদের গ্রামে বহুকাল ধরেই যাত্রা হয়ে থাকে। এখনও হয় গ্রামের ধর্মরাজ পাড়াতে একখানা স্থায়ী মঞ্চে। সেই যাত্রাতে পাড়ার এক দাদু যাত্রার শিল্পীদের মেকআপ করে দিতেন। ছোটোবেলা থেকেই নিতাই পাল পাড়ার সেই দাদুর মেকআপ করা দেখতেন। দাদুও মাঝে মাঝে তাঁকে দিয়ে ছোটো ছোটো মেকআপ করিয়ে নিতেন। তারপর একদিন দাদু যখন বয়সের জন্য আঙুলে মেকআপ এর তুলি তুলে নিতে অক্ষম হলেন তখন সেই তুলি তুলে নিলেন নিতাই পালের হাতে। তখন থেকেই তিনি যাত্রার সমস্ত শিল্পীদের একাই মেকআপ করা শুরু করেন। সেই থেকে আস্তে আস্তে মেকআপ ও বিভিন্ন চরিত্র সাজার প্রতি ভালোবাসা জন্মায় তাঁর। তাই নিজেই সাজা শুরু করলেন বহুরূপী। তবে বহুরূপী বলতে আমাদের চোখে যে পৌরাণিক দেবদেবী, রাক্ষস-খোক্ষস এর রূপ ধারণ করা ছবি ফুটে ওঠে, নিতাই পাল কিন্তু সেই বহুরূপী সাজেন না। তাঁর মতে, তিনি চেয়েছিলেন মানুষ বহুরূপীর একজিনিস দেখতে দেখতে ক্লান্ত, তাই তিনি চরিত্র বেছে নেবেন ঋষি, কবিদের মতো মানুষদের। তাই তাঁর বহুরূপীর সাজে দেখা যায় কখনো গয়ার পাণ্ডা রূপে, কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কখনো স্বামী বিবেকানন্দ, আবার কখনো নেতাজি রূপে। প্রথম প্রথম এই সাজে তিনি গ্রামে গ্রামে যেতেন। মহাপুরুষদের হাঁটাচলা, বাণী নকল করে করে বলতেন। মানুষ অন্য স্বাদ পেলেন। তবে এখন তিনি আর গ্রামে গ্রামে যান না। বর্তমান সরকার লোকশিল্পীদের জন্য যে ভাতার কার্ড দেন, নিতাই পালও সেই কার্ড পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বছর পাঁচেক আগে। তাই এখন বেশিরভাগ সময়ে সরকারি উদ্যোগে কোনো আমন্ত্রিত মঞ্চে তিনি উপস্থিত হন বিভিন্ন রূপে। এখন তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইপো খোকন পালও বহুরূপী সাজে সঙ্গ দেন। বর্তমানে মোবাইল, ইন্টারনেট এর দাপটে বহুরূপী নাট্যশিল্পের অবস্থান কোথায় দাঁড়িয়ে, শিল্পীরা কী ভাবছেন সেই বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, মানুষ আর এই শিল্পকে পাত্তা দেয়না। এখন হাতের মুঠোয় এত বিনোদন দেখতে পাওয়া যায় যে, বহুরূপী সেজে যে পরিশ্রম শিল্পীদের হয় তার একাংশও মুনাফা হয় না। সরকারের খাতা থেকে এক হাজার টাকার যে ভাতা পাওয়া যায় তাতেও সংসার চলে না। তাই বাধ্য হয়ে বহুরূপীকে আর সর্বক্ষণের পেশা না করে কালে ভদ্রে তাঁকে নেশা হিসেবে রেখে পেশাগতভাবে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে বহুরূপী শিল্পীদের যুক্ত হতে হচ্ছে। বহুরূপী শিল্প ভবিষ্যতে আর বেশিদিন যে টিকবে না সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখক: গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পয়লা বৈশাখ শাসক ও প্রজার মধ্যে এক সুন্দর সেতুবন্ধন তৈরির ইতিহাস

শুভজিৎ বসাক

পয়লা বৈশাখ, বাঙালি জীবনের এক অনন্য উৎসবমুখর দিন। যোগাযোগ সংযোগকারী ভাষা হয়েও একপ্রকার জোর করে চেপে যাওয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, আদব-কায়দার ভারে বাঙালি বাংলা তারিখের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত বাঙালি এই দিনটির গুরুত্ব ভালোভাবেই অনুধাবণ করে তাকে যথাযথ সমাহারে পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন হালখাতা খোলার মাধ্যমে এই দিনটি শুরু করা হয়। এরপরে বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টির সমারোহে একে অন্যকে মিষ্টি মুখ করিয়ে দিনটিকে আনন্দমুখর করে তোলা হয়।

পয়লা বৈশাখ শুধুই একটি দিন নয়, এখানে বাঙালির নিজস্বতাও লুকিয়ে আছে, জড়িয়ে আছে চলমান ইতিহাস। ‘হাল’ শব্দটি সংস্কৃত ও ফারসি, দু’টি ভাষাতেই পাওয়া যায়। সংস্কৃত ‘হল’ শব্দের অর্থ লাঙল। তার থেকে বাংলায় এসেছে হাল। আর ফারসি ভাষায় ‘হাল’ মানে হল নতুন। বৈশাখে সে কালে নববর্ষ পালনের উৎসব হত না, সেটি ছিল ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলার দিন। আর এইসময়ে রাজা, মহারাজা, সম্রাটরা প্রজাদের কাছ থেকে কৃষিজমির খাজনা আদায় করতেন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতেন। চাঁদ দেখে হিজরি সন গণনা করা হত। এদিকে বাংলায় চাষবাস হত সৌরবছর অনুযায়ী। ফলে অসময়ে ও অকালে কৃষিপণ্যের বিপুল খাজনা দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতেন চাষিরা। পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত একটা পঞ্জিকা প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করে সভার জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজিকে দায়িত্ব দেন। ১৫৮৪ সালে জন্ম নেয় তারিখ-ই-ইলাহি নামে নতুন সাল। গোড়া ধরা হয় ১৫৫৬ সালে; অর্থাৎ আকবরের সিংহাসনে আরোহনের বছর। সন প্রবর্তনের বছরটি ছিল ৯২৩ হিজরি। বাংলা সন শুরুই হয় ৯২৩ সাল থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ‘ফসলি সন’, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। যার মধ্যে কোনও ধর্ম নয়, বঙ্গজীবনে আর্থিক বছরের যোগ রয়েছে।

১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিয়োজিত হন মুর্শিদকুলী খান। রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য তাঁকে বাংলা থেকে সরিয়ে ফেলা হলেও ১৭১৬ সালে নাজিম পদে উন্নীত হয়ে ফিরে আসেন। ততদিনে মোগল সাম্রাজ্য স্তিমিত হয়ে পড়ে দিল্লির মসনদ দখলের জন্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে টানাপোড়েনের কারণে। ১৭২২ সালে টোডরমল এবং শাহ সুজার প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব পদ্ধতির সংস্কার করলেন মুর্শিদকুলী খান। প্রবর্তিত হলো মালজামিনী নামের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জমিদাররা কিছু সম্পত্তি জামিন রাখার মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেতে। রাজস্ব আদায়ে অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ততার কারণে হিন্দু জমিদার এবং অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠে ঠিক এই সময়েই।

অর্থাৎ বাংলা সন এবং আকবরের ইলাহি সনের মধ্যকার ঐতিহাসিক শূন্যস্থান পূরণে মুর্শিদকুলী খান গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যই আকবর ইলাহি সনের প্রবর্তন করেন। সেই সনকে ভিত্তি ধরে ঠিক রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যই মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলা সন জন্ম নেয়। সেই কারণে মাসের ফারসি নামগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেল নক্ষত্রের নামানুসারে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ... এভাবে। ইলাহি সন থেকে উৎপত্তি ঘটলেও বাংলা সালের মাস এবং দিনের নাম পূর্বপ্রচলিত শকাব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অতএব বাঙালি জীবনের সাথে জুড়ে থাকা পয়লা বৈশাখ শুধুই একটি দিন নয় বরং আজকের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই দিনটির গুরুত্ব অসীম যেখানে চলমান ইতিহাস সাক্ষী হিসাবে রয়েছে আর তাতে শাসক ও প্রজার মধ্যে এক সুন্দর সেতুবন্ধন তৈরির কথাই গুরুত্ব পেয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঙালির মন ও মননে পয়লা বৈশাখ : প্রসঙ্গত মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ স্বস্তিকের ব্যবহার

সোমা মুখার্জি

আজ পয়লা বৈশাখ। আপামর বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন হল এই পয়লা বৈশাখ। প্রতিবছরই বৈশাখ আসে তার নিত্য নিয়মে। বছরের শুরু হয় এই বৈশাখ মাস থেকেই। তাই বৈশাখের প্রথম দিনটি বাঙালির কাছে নতুন বছর; নববর্ষ; পয়লা বৈশাখ। তাই পরম আদরে বরণ করে নিই আমরা নতুন বছরকে। বরণ করে নিই আমাদের আজন্ম লালিত ঐতিহ্যকে। একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি এবং কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শুভারম্ভ হয় পয়লা বৈশাখের। মিষ্টান্ন বিতরণ এবং মিষ্টি মুখের মধ্য দিয়ে নতুন বছরের উৎসবের আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলা।

বাঙালি জীবনের অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন একটি উৎসব হলো পয়লা বৈশাখ। এটি বর্ষবরণের দিন, শুভ নববর্ষের এই দিনটি প্রত্যেক বাঙ্গালির জীবনে নিয়ে আসে উৎসবের আমেজ। ঐতিহ্যবাহী লাল পাড় সাদা শাড়ি আর সাদা পাঞ্জাবিতে সেজে ওঠে বাঙালি। সংস্কৃতির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' কিংবা 'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবি কিরণে' গানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে।

অন্যদিকে সাবেকি রীতিতে চলে ঘট প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা, হালখাতা ইত্যাদি। প্রাচীন বর্ষবরণের রীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হল হালখাতা। তখনকার দিনে প্রত্যেককে চাষাবাদ বাবদ চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাজনা ও শুল্ক পরিশোধ করে দিতে হতো। এর পরের দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ ভূমির মালিকরা তাদের প্রজা সাধারণের জন্য মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেন, যা পরবর্তীকালে ব্যবসায়ী পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। দোকানিরা সারা বছরের বাকির খাতা সমাপ্ত করার জন্য পয়লা বৈশাখের দিনে নতুন সাজে বসেন।

এরপর ছয়ের পাতায়

আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও...

প্রকৃত পক্ষে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয়েছে বাংলার কৃষিজ আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে ভিত্তি করেই।প্রজাদের কাছ থেকে সুষ্ঠভাবে খাজনাআদায়ের সুবিধার জন্য ১৫৮৪ সালে সম্রাট আকবরের শাসনকালে বঙ্গাব্দ প্রবর্তিত হয় রাজজ্যোতিষী আমির ফাতেউল্লাহ সিরাজীর সহায়তায় এবং তারপরে পয়লা বৈশাখ থেকে হালখাতার আরম্ভ হত।তখন প্রজারা চৈত্র মাসের শেষে ঐ মাস পর্যন্ত বাৎসরিক খাজনা পরিশোধ করতেন এবং বৈশাখের প্রথম দিন থেকে নতুনখাতায় খাজনার হিসাব রাখা আরম্ভ হয়।সেজন্য হালখাতা অনুষ্ঠান হয় বৈশাখের প্রথম দিনে। এই উপলক্ষে এ দিনে জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন ও কিছু আনন্দানুষ্ঠান হত সেই থেকেবাংলা নববর্ষ উদযাপনের সূচনা। ক্রমে এটি একটি বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসবে পর্যবসিত হল। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত এই বঙ্গাব্দ এর সঙ্গে ইংরাজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।সেই সুত্র অনুযায়ী গ্রেগরীয়ন সৌর বছর অর্থাৎ ইংরাজী সাল ২০২২এ বাংলা সন যে ১৪২৯ হবে তা হিসেব কষে বের করা যায়।

যাহোক বঙ্গাব্দ মুসলমান সম্রাট কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও হিন্দুরাও কিন্তু একে নিজেদের বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও পয়লা বৈশাখ এর দিনে নববর্ষ উৎসব উদযাপন ধর্মীয় বিভিন্নতার উর্দ্ধে এক সামাজিক অনুষ্ঠান কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত এটি হিন্দুদের উৎসব এমন একটা ধারনা দিতে সক্রিয় কোন কোন ছিল স্বার্থান্বেষী মহল-একসময় প্রচার চলত এটি হিঁদুয়ানি সংস্কৃতি বলে ।যদিও পয়লা বৈশাখ ক্রমে ক্রমে সকল বাঙ্গালির সার্বজনীন উৎসব রুপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হয়ত প্রত্যেক জাতিরই এভাবে আপন সংস্কৃতির মাধ্যমে অন্বেষনলব্ধ আবিষ্কার নিজস্ব অনুভূতি এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই ঐতিহ্যের এষনাই দৈনন্দিন জীবন যাপনের মানসিক রসদ। নবান্নের মত নববর্ষের উদ্দেশ্য আসলে আনন্দ ও সাংসারিক কল্যান । একশ সাতাশ বছর আগে নববর্ষ উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষে' কবিতায়ও এক সার্বজনীন আনন্দ ও শুভকামনাই ব্যক্ত হয়েছে । এদিন প্রভাতে এই উপলক্ষে মঙ্গলশোভাযাত্রা পথ পরিক্রমার রীতি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। কোলকাতায়ও বর্তমানে এরকম শোভাযাত্রা বের হয়।

বৈশাখ মাসেরএই প্রথম দিনটি এক শুভ দিন রুপে গন্য হয় আপামর বাঙ্গালির কাছে।১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল এমনই বাংলা নববর্ষের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিখ্যাত চিনাকবি শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত চিনা ভাষার শিক্ষক তান-ইয়ুন-শান এর উদ্যোগে নির্মিত 'চীনা ভবনের' উদ্বোধন করেন।

নববর্ষ উপলক্ষে সাহিত্য প্রকাশের নজির আছে।অতিমারির কারণে গতবছর তেমন বই প্রকাশ নাহলেও এবছর এ উপলক্ষে অনেকগুলি নতুন বই প্রকাশ হওয়ার কথা। কলেজ স্ট্রীট বইপাড়াতে এ দিনটির এক বিশেষ আকর্ষন আজও আছে বিশেষত লেখক প্রকাশকদের কাছে। নববর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাংলা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।তাই আজও সকল দুখের মাঝেও আমাদের অবশিষ্ট বাঙ্গালিয়ানা ঐতিহ্যের শিকড়ের অদৃষ্ট আকর্ষনকে এদিন অনুভবে অন্বেষনে প্রানিত করে ফিরে ফিরে ।

সালতামামী করতে গেলে দেখা যাবে চলে যাওয়া বছরের প্রথমেই বাঙালি হারিয়েছে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি শঙ্খ ঘোষকে। করোনা বা অন্য কোন কারণে এই সময়কালে প্রয়াতদের মধ্যে আছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক মিহির সেনগুপ্ত , কবি ও কবিতা পত্রিকার সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী, বিশিষ্ট সঙ্গীতকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়,বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী স্বপন গুপ্ত ও গোরা সর্বাধিকারী, টপ্পা ও বাংলা পুরাতনী গানের শিল্পী চণ্ডীদাস মাল, লক্ষনৌ এ ভুমিষ্ঠ কিন্তু কোলকাতাবাসী বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী ওয়াসিম কাপুর, বিশিষ্ট অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত , বাংলা চলচ্চিত্র জগতের ও ছোটপর্দারও অতিপরিচিত মুখ অভিষেক চট্টোপাধ্যায় , বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পী ভীষ্ম গুহঠাকুরতা , কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কল্পবিজ্ঞান লেখক অনীশ দেব,সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ স্বপন চক্রবর্তী,ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক দীপেন্দু চক্রবর্তী,বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ হোসেনুর রহমান, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দজি,সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও নেতাজি তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজকুমার মুখোপাধ্যায়,অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী গৌরী ঘোষ, বিশিষ্ট তবলাবাদক শুভংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সুভাষ ভৌমিক ও প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও চিন্ময় চ্যাটার্জি, হকি খেলোয়াড় কেশব দত্ত,দেশের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা নন্দু নাটেকর,কিংবদন্তী অভিনেতা দিলীপকুমার এবং আরো অনেকে বিশিষ্টজন।

আবার বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশ আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী সুন্দরলাল বহুগুণা ওসমাজকর্মী কমলা ভাসিন,প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল ও রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আইনবিদ সোলি সোরাবজি,ছাড়াও প্রয়াত হয়েছেন ভারতের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত, রাজ্যের মন্ত্রি ও প্রবীন রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধা নোবেলজয়ী ডেসমণ্ড টুটু বাংলা নববর্ষ উৎসব প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ক্রমে একবিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি শাসকবর্গের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঢাকার রমনার বটমূলে ছায়ানট সংস্থার উদ্যোগে 'এসো এসো এসো হে বৈশাখ' পালনের রবীন্দ্রগানে প্রথম এইভাবে নবর্ষ সূচনাহয়।এখনও এখানেই বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপনের মূল অনুষ্টান হয় প্রতি বছর। বাংলা নববর্ষ এক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব হলেও একসময় এটি হিঁদুয়ানি সংস্কৃতি-এমন প্রচার ছিল।কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ ধর্ম সরিয়ে রেখে সবাই উৎসবে সামিল হন।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশে প্রতি বছর নববর্ষ আসে পশ্চিমবঙ্গের একদিন আগে -সাধারনত ১৪ই এপ্রিল।

বাঙ্গালি উৎসবপ্রিয় জাতি। তবে এখন যেমন এবঙ্গের অনেক বাঙ্গালির কাছে বিনোদন ও সংস্কৃতি সমার্থক হয়েগেছে।তেমনই নিছক বিনোদন এবং হুল্লোড়ের ভীড়ে নববর্ষ উৎসবও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণের স্পন্দন ও গাম্ভীর্যও ,হয়ে দাঁড়িয়েছে হুযুগ।

নিজেকে বিশ্বনাগরিক ভাবতে ইচ্ছুক হুযুগে বাঙ্গালির কাছে ১লা জানুয়ারীতে ইংরেজি নববর্ষ বা হ্যাপি নিউ ইয়ার পালনের আকর্ষন বর্তমানে হয়ত বেশি । তারা বাংলা নববর্ষও 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' এর আদলে উদযাপন করতে চায়- পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাতে মুঠোফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপে 'হ্যাপি বেঙ্গলী নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' জানানো এবং দূরভাষেই প্রণাম জানিয়ে সামাজিকতা বজায় রাখাই দস্তুর।এমনিতেই এখন এ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতদের বাড়িতে সপরিবারে উপস্থিতির মাধ্যমে সামাজিকতা করার রেওয়াজ ক্রমবিলীয়মান।তারপর গত প্রায় দু'বছর সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখার তাগিদে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতে সামাজিকতাকে বাধ্যতামূলকভাবে গুডবাই জানাতে হয়েছিল।

এও সত্য যে দৈনন্দিন জীবনযাপনে বাংলা সন মাস তারিখের ব্যবহার বর্তমানে কম। সেজন্য এখন যদি হঠাৎ কোন একদিনের বাংলা মাস তারিখ জিজ্ঞাসা করা হয় কতজন গড়পড়তা আধুনিক বাঙ্গালি সঠিক বলতে পারবেন তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়।তবে পূজা-পার্বন, বিয়ে,উপনয়ন বা অন্য কিছু কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে বাংলা মাস তারিখ এবংবারের খোঁজ পড়ে। কিন্তু পয়লা বৈশাখ কবে তা এখন বাংলাভাষী নন এমনও অনেকেই মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন, 'চৈত্র সেল ধামাকার' দৌলতে। অতিমারির আতংক না থাকায় এ বছর চৈত্রসেল মোটামুটি জমজমাট, যদিও জ্বালানীর মূল্যের সাম্প্রতিক দ্রুত উর্ধগতি ও বাজারে নিত্যদ্রব্যসামগ্রীর অগ্নিমূল্যের কারনে সাধারন ক্রেতার কপালে ভাঁজ, পকেটে টান।

নববর্ষের আগেরদিন চড়ক,গাজন এবং তার আগের দিন নীল উৎসব বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গ যা এখনও পালিত হয় এমন কি সীমিত গন্ডীর নাগরিক পরিসরেও।

আধুনিক বাঙালিরও ব্যবসাক্ষেত্রে বাংলা নববর্ষের পুন্যপ্রভাতে হালখাতা অর্থাৎ নতুন হিসাবের খাতায় নতুন হিসাব রক্ষণের কাজ আরম্ভের পূর্বে খাতাটি (বর্তমানে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদিও)দেবীর চরন স্পর্শ করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ আছে।সেই উদ্দেশ্যে বা এই দিনে নিছক দেবীরচরন স্পর্শ করে ফুল নৈবদ্য অর্পন করে সন্তুষ্ট হতে এদিন কালিঘাট বা দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে শতশত ভক্ত বাঙ্গালির দীর্ঘ সারি। আবার এদিন সন্ধ্যায় বাঙালির বিপনিতে, প্রধানত স্বর্নালঙ্কারের, 'হালখাতায়' আপ্যায়ন-ক্যালেন্ডার সহ মিষ্টির বাক্স,ও গিফট গ্রহনের জন্য মাস্কপরিহিত মুখগুলির সারি দিয়ে অপেক্ষার উন্মাদনার দৃশ্য,এবার আবার হয়ত দেখা যাবে।

তবে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে কোন জাতি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে পারেনা।তাই আত্মবিস্মৃত, শিকড় থেকে চ্যুত বাঙালি জাতিকে মাঝেমধ্যে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় আত্মপরিচিতির ইতিহাসকে, নিজ সংস্কৃতির বীজকে।বাংলা বছরের প্রথম দিনটি সেই সংস্কৃতি স্মরণ ও চর্চার এমন একটি দিন।

এসো হে বৈশাখ ...

সব্যসাচী ধর

মোলডাঙ্গা নিম্নবুনিয়াদী স্কুলের কচিকাঁচারা আজ আর স্কুলের পোশাক পরেনি। আজ ওরা নিজেদের মতো করে সেজেছে। মাথায় নিয়েছে পাতার মুকুট, হাতের সাজিতে বুনো ফুল।

স্কুলের দরজায় তালা পড়ে না কোনোদিন শুধু শিকল তুলে দেওয়া হয়। ওদের স্কুলের কোনো সীমানা প্রাচীরও নেই। একবার প্রাচীর তোলার জন্য প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। আসলে স্কুল প্রাঙ্গণে এত গাছ যে প্রাচীর দিতে গেলে অনেকগুলো গাছ কেটে ফেলতে হতো। তাই বোনোমাস্টার সেটা আর হতে দেননি। হেডস্যার বন্যেশ্বর মাহাতোকে ওরা বোনোমাস্টার বলে। শুধু স্কুল চত্বরেই নয়, এ গাছ-সামিয়ানার ঢেউ চলে গেছে দূর পাহাড়ের কোলে। শাল, মহুয়া,সোনাঝুড়ি, শিরীষ, সেগুন গাছে সবুজ হয়ে থাকে চরাচর। স্কুলের যেমন সীমানা প্রাচীর দেওয়া হয়নি তেমনি বোনো মাস্টারেরও আর ফিরে যাওয়া হয় নি। অথচ ফিরে যাওয়ার দরকার ছিল খুব। সেই কবে শহর থেকে চাকরি পেয়ে এই পাহাড়ি গ্রামে এসেছিলেন সদ্য যুবা বন্যেশ্বর। কিন্তু এক ঋষি এই মাষ্টারমশায়ের সব রাস্তা এক করে দিয়েছেন। সেই ঋষিও ফিরে যাননি যে। সকল বাঁধন খুলে দিয়ে পথ হারিয়ে দিয়ে গেছেন সেই ঋষি!

আজ স্কুল ছুটি, কিন্তু ঠিক ছুটি নয়! সরকারের খাতায় ছুটি তাই দরজার আগল সরেনি। সকালবেলায় স্কুলের চাতালে এসে দল বেঁধে জুটেছে দুধদাঁত ভাঙ্গা সাঁওতালপাড়ার ছেলেমেয়েরা। তাদের গান শিখিয়েছে বীরবাহা দিদিমণি। তারা দল বেঁধে গাইছে — ভেঙেছ দুয়ার

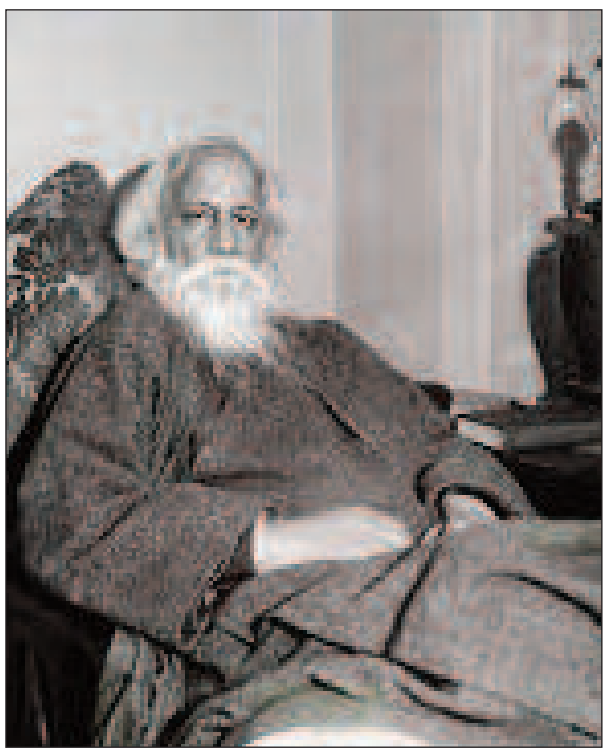

এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারি হউক জয়।

হঠাৎ দেখা গেলো একদল ছেলেমেয়ে যারা একসময় এই স্কুলেই পড়তো, কেউ হয়ত আজ চালায় ট্রাক্টর, কেউ করে চাষ, কেউবা করে পাথর খাদানে কাজ আর দু একজন সরকারের ঘরে — আজ তারা দলবেঁধে এসেছে নিজেদের মোলডাঙ্গা স্কুলে। গলায় নিয়েছে মাদল, হাতে বাঁশি, পায়ে পিতলের তোড়া! তারা কখন যে ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়ে বসেছিল কেই বা জানত? তারা সেই বৃক্ষশাখার মধ্যে দিয়ে আসা অরুণ কিরণের মধ্যে গেয়ে উঠলো — এসো হে বৈশাখ এসো এসো।

স্কুলের আঙিনায় থাকা প্রাচীন শালগাছের তলায় রবিঠাকুরের ছবি নিয়ে বসে আছেন বোনোমাস্টার। নাচ গান শেষ হলে তিনি দাঁড়ালেন। ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করে বললেন — 'সৃষ্টির আদিক্ষণ, জগৎ সংসার তৈরি। কিন্তু সূর্য থেকে আলো আসছে না। ঋষি জোড়হাত করে প্রার্থনা করলেন — 'আবিরাবীর্ম এধী'। যার মানে হলো — আলো দাও, হে স্বপ্রকাশ তোমার প্রকাশ হোক।'

একদল ছেলেমেয়ে আবার গেয়ে উঠলো — তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন

সূর্যের মতন।

আলোময় হয়ে উঠলো নববর্ষের প্রভাত।

প্রথম বৈশাখ

রেইনি চৌধুরী

প্রথম বৈশাখ মানেই তপ্ত দিনের শেষে,
এক মুঠো ঝড়ের আশ্বাস।
নীল আকাশের গায়ে হঠাৎ ক্ষণিক কালো মেঘের চমকে ওঠা।
প্রথম বৈশাখের স্পর্শ নিয়েই তো ঝরতে শুরু করে পলাশ, শিমুল...
ঝরতে শুরু করে গাছের পাতা...
সে সব ঝরা পাতাই তো ঝড়কে ডাকে, ঝড় আসে।
না ঝরলে তো নতুন আসে না ভিড় করে।
বৈশাখই তো পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনের প্রদীপ জ্বালে।
সে প্রদীপ জ্বলে সারা বছর ভর।
তাই বছরের সবটুকেতেই যেন বৈশাখের ছোঁয়া।
বছর মানেই বৈশাখ, বৈশাখ মানেই বছর।

রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখ

মলয় ঘোষ

বৈশাখ এলেই রবীন্দ্রনাথ এসে যান, আবার রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই এসে যায় বৈশাখ।

বিশিষ্ট গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'বাঙালীর গর্বিত সংস্কৃতির ইতিহাসে বেঁচে আছে দু'তিনটি বাংলা তারিখে, ১লা বৈশাখ, ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ, ৭ই পৌষ (শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যপ্রাচীন পৌষমেলা)। এর মধ্যে তিনটিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপুরুষটিকে ঘিরে।'

আসলে ১ বৈশাখকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের আলাদা উন্মাদনা ছিল। ছোটবেলায় ঠাকুরবাড়িতে পয়লা বৈশাখ বেশ আনন্দের সঙ্গে পালিত হত। খাওয়াদাওয়া হত বাড়ির দোতলার টানা বারান্দায়। তেতলায় থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। টানা বারান্দায় মেঝেতে কার্পেটের আসন লম্বা করে পেতে কলাপাতা, মাটির খুরিতে পরিবেশিত হত ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ, চালতা দিয়ে মুগের ডাল, নারকেল চিংড়ি, মাছের পোলাও, আম দিয়ে শোল মাছ সহ নানা সুস্বাদু খাবার। দেবেন্দ্রনাথ রান্নায় মিষ্টি পছন্দ করতেন, তরকারিতে মিষ্টি দেওয়ার রেওয়াজ তাই শুরু করলেন শরৎকুমারী, সরোজাসুন্দরী, সৌদামিনীদেবীরা। আর তা-ই পরে চলে এল বাংলার রান্নাতে। মৃণালিনী দেবীও ১ বৈশাখ তৈরি করতেন মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপোয়া, পাকা আমের মিঠাই, চিঁড়ের পুলি, সাধারণ গজার নতুন ধরন পরিবদ্ধ ইত্যাদি।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...' (রচনা ২০ ফাল্গুন, ১৩৩৩) গানের মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিলো বৈশাখকে, যে ধারা আজও অব্যাহত। আর ১৯৩৬ সাল থেকে বৈশাখের প্রথম দিন অর্থাৎ নববর্ষের দিনটিতেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হতে থাকে শান্তিনিকেতনে। ফলে বর্ষবরণ এবং জন্মদিনবরণ একটি ভিন্নরূপ ধারণ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে। তৎকালে জলাভাবের জন্য ১ বৈশাখ কবির জন্মদিন পালন করে বিশ্বভারতীতে গরমের ছুটি দেবার রেওয়াজ চালু হয়।

১৯৩৯ সালের পয়লা বৈশাখে গুরুদেব বলেছিলেন, 'নববর্ষ-ধরতে গেলে রোজই তো লোকের নববর্ষ কেননা, এই হচ্ছে মানুষের পর্বের একটা সীমারেখা রোজই তো লোকের পর্ব নতুন করে শুরু হয়' (আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ — রানী চন্দ)।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ নববর্ষ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে সেদিন তাঁর রচিত 'সভ্যতার সংকট' পাঠ করা হয়েছিল, গাওয়া হয়েছিল তাঁর লেখা গান, 'ঐ মহামানব আসে' পয়লা বৈশাখ যে কেবল আড়ম্বরের নয়, আত্মশুদ্ধিরও, সেই দিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ১৩০১ সালের ১ বৈশাখেই লিখেছিলেন —

'নিশি অবসানপ্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত!
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।'

বাঙালির মন ও মননে পয়লা বৈশাখ

প্রসঙ্গত মঙ্গল চিহ্নস্বরূপ স্বস্তিকের ব্যবহার

পাঁচের পাতার পর

গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুরু করেন নতুন বছরের ব্যবসার শুভ সূচনা। এই উৎসব সামাজিক রীতির অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে প্রতিটি বাঙালির ঘরে। ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকে বরণের আনন্দে থাকে মাতোয়ারা। হালখাতা খোলার সময় স্বস্তিক চিহ্ন আঁকেন অনেকে । তবে বাঙ্গালিদের কাছে মঙ্গল চিহ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ বাঙ্গালীদের কাছে এই মঙ্গল চিহ্ন মাটির বা পিতলের ঘটের উপর সিঁদুর দিয়ে লেখা হয়। পূজোর শুভ অনুষ্ঠানের এই মঙ্গলচিহ্ন আঁকা হয়। একে আবার বাঙালির শাশ্বত প্রতীক পুত্তলিকা বলা হয়। এই শুভচিহ্ন নতুন নয় । প্রায় সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনে দেখা গিয়েছে কোন পুতুল বা মানুষের আদলে নয়, এটি দেবী লজ্জা গৌরীর মূর্তির আদলে নির্মিত। তিনি পুরাণ মতে মাতৃকাদেবী। দুই হাঁটুর উপরে, দুই হাঁটু থেকে বাঁকানো পা। দেবী পরমেশ্বরের মূর্তি। পুরাণ মতে এই চিহ্ন আসলে ফসল প্রদানকারী। বংশ রক্ষার দেবী। প্রজননের চিহ্ন। সন্তান জন্মদানের মূর্তি এটি। এই চিহ্ন কামাক্ষা মন্দিরেও দেখা যায়।। খুব ভালো করে দেখলে বোঝা যায় এই মূর্তির অবয়বে মূর্তির নিচে পাঁচটি ফোঁটা থাকে। হিন্দু ধর্মে পাঁচ মুখ্য মতবাদের মুখ দেবতাদের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। এই চিহ্ন না দিলে পুজো বা শুভ কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। এই পাঁচটি বিন্দু হল গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও জয়দুর্গা বলে মনে করা হয়। অনেক বিশিষ্টদের মতে এটি পরমেশ্বরের পালনকর্তা রূপের স্বরূপ। ভগবান বিষ্ণুর চিহ্ন হিসেবে দেখা হয়। মঙ্গল ঘটটিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানব দেহের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়। পঞ্চদেবতা বা পরমেশ্বরের পাঁচ রূপকেই এখানে বর্ণনা করা হয়। নববর্ষ অর্থাৎ বছরের প্রথম দিন হিসেবে পালন করা হলেও এদিন উর্বরতার দেবী লজ্জা গৌরীর পূজা করা হয়। এই দিন পরমেশ্বরের এই পুত্তলিকা চিহ্ন বাঙালি সংস্কৃতির মননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এদিকে

হালখাতার দিন নতুন যে খাতায় ব্যবসার হিসাব রাখা হবে সেই খাতাটি কোনো মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করিয়ে আনার প্রথা প্রচলিত ছিল। খাতার প্রথম পাতায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিতেন পুরোহিতরা। হিন্দু ধর্মে স্বস্তিক চিহ্ন বিশেষ মঙ্গল বার্তা বহন করে। তাই যে কোন পুজো বা শুভ অনুষ্ঠানে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় বাড়িতে বা ব্যবসার স্থানে। এই দিন আঁকা হয় মঙ্গল চিহ্নও। হালখাতা খোলার সময় স্বস্তিক চিহ্ন আঁকেন অনেকে। পশ্চিমবঙ্গে মহাসমারোহে ও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় বাংলার নববর্ষ। বর্ষবরণ এর প্রথম দিনটিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে সমগ্র পশ্চিমবাংলায়। বাংলার গ্রামীণ এবং নাগরিক জীবনের মেলবন্ধন সাধিত হয়ে সকলে একসূত্র বাঁধা পড়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর আনন্দে। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই চলে চড়ক উৎসব। একটা উৎসবের মেজাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটি উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। পয়লা বৈশাখের দিন সকাল বেলায় স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরে বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করার রীতি বহু প্রচলিত। বাড়িতে বাড়িতে এবং সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে মিষ্টান্ন ভোজন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মঙ্গলদাত্রী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করা হয়। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন মন্দির ও প্রাঙ্গনে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে শুরু হয় বৈশাখী মেলা। শহরাঞ্চলে আয়োজিত হয় প্রভাতফেরি। পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির কাছে শুধুমাত্র উৎসবের একটি দিন নয়, পবিত্র একটি দিন। তাই ঐদিন একদিকে যেমন আপামর বাঙালি স্নান সেরে নতুন পোশাক পরে গুরুজনদের প্রণাম সেরে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ীরা মন্ত্রপাঠপূর্ব গঙ্গা স্নান করে প্রতীক্ষা করে থাকেন দেবীকে পূজো নিবেদন করে হালখাতা আরম্ভ করার জন্য।

এছাড়া বহু গৃহস্থ পরিবারে মঙ্গল কামনা করে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়।পয়লা বৈশাখ মানে চিরকালই ছিল নতুন পোশাকে সজ্জিত হওয়া আর ভুরিভোজের উৎসব । আধুনিক জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। শুধু তার রকমফের হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাতে তার মর্যাদা বা আনন্দের বিন্দুমাত্র কমতি পড়ে নি। কাজেই পয়লা বৈশাখ; এই দিনটি আপামর বাঙালির কাছে আনন্দের উৎসব, আবেগের উৎসব, বাঙালির মন ও মননে গাঁথা শুভ্র-সুন্দর - প্রীতি-উজ্জ্বল-নির্মল জীবনের নবরবি কিরণচ্ছটা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ এপ্রিল ২০২৪ ১ বৈশাখ ১৪৩০ রবিবার

এসো হে বৈশাখ...

১. বাংলার নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি। ২. নববর্ষ উপলক্ষে হালখাতা কেনার ভিড় দোকানে। ছবি: অদিতি সাহা

চাপ দিয়ে বয়ান লিখিয়েছে ইডি, আদালতে দাবি শেখ শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। জোর করে তাঁকে দিয়ে বয়ান লিখিয়ে নিয়েছে। এমনই অভিযোগ তুলে এবার আদালতের দ্বারস্থ সন্দেশখালির এক সময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তাঁর মক্কেল যে বয়ান দিয়েছেন, তা তুলে নিতে চাইছেন বলে শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হুসেন শনিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে জানিয়েছেন। শেখ শাহজাহানের আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলের পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হয়েছে। যদিও এই চিঠিকে গুরুত্ব দিতে একেবারেই রাজি নয় ইডি। আগামী ১৫ এপ্রিল বিষয়টি ইডির বিশেষ আদালতে উঠবে।

শনিবার আদালতে শুনানি ছিল শেখ শাহজাহানের সন্দেশখালি মামলার। এজলাসে এদিন শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হোসেন একটি চিঠি তুলে ধরেন দাবি করেন, সেটি অভিযুক্ত শাহজাহান লিখেছেন। আদালতকক্ষে সেই চিঠি পড়া হয়।

তাতে লেখা ছিল, 'ইডি হেপাজতে ১ এপ্রিল থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত আমাকে চাপ দিয়ে মিথ্যে বয়ান রেকর্ড করানো হয়েছে। বয়ান না দিলে আমি, আমার সহোদর এবং আত্মীয়দের মাদক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়।' ওই চিঠিতেই বয়ান প্রত্যাহারের আর্জি জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত বলাগড়ের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শঙ্কর আঢ্যও একই অভিযোগ তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। এদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে শুনানি চলাকালীন শাহজাহানের বিচার বিভাগীয় হেপাজত চেয়ে আবেদন জানান ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি ছিল, এই মামলায় কারা সাক্ষী দিয়েছেন, তা শাহজাহান জানেন। তাই এখন যদি শাহজাহানকে মুক্তি দেওয়া হয়, তা হলে মামলায় অসুবিধা হতে পারে। শাহজাহানের আয়-বহির্ভূত অনেক সম্পত্তি রয়েছে বলেও আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। সেই সময়েই আদালতে একটি হাতে লেখা কাগজ তুলে ধরেন শাহজাহানের আইনজীবী জাকির। এর পরেই শাহজাহান বয়ান দেন। তবে এখন শাহজাহান ইডিকে দেওয়া তাঁর বয়ান প্রত্যাহার করতে চান বলেও আদালতে আবেদন (রিট্র্যাক্টশন পিটিশন) জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী জাকির।

যদিও শাহজাহানের আইনজীবীর ওই আবেদনের বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী অরিজিৎ। তাতে শাহজাহানের লেখা রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই কাগজ চিঠি না আবেদন, তা নিয়েও সওয়াল করেন ইডির আইনজীবী। আবেদনের পদ্ধতি এবং বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেন। এর পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসারের আধিকারিককে শাহজাহানের কাছে গিয়ে কথা বলতেও দেখা যায়। যার পরে মাথা নাড়তে দেখা যায় শাহাজাহানকে। পরে শাহজাহান ওই কাগজে সই করে দেন।

চাঁদনি চকের দোকানে মোবাইল সারাই করতে এসেছিল গ্রেপ্তার হওয়া ২ জঙ্গি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম দুই চক্রী গ্রেপ্তার হতেই শুরু হয়েছে তদন্ত। বিস্ফোরণের পর তারা কোথায়, কীভাবে ছিল? কীভাবে গা-ঢাকা দিয়েছিল তা নিয়ে উঠে আসছে পঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরু ক্যাফে বিস্ফোরণ কাণ্ডে ধৃত দুই চক্রীর আনাগোনা ছিল চাঁদনি চকেও। সেখানে মোবাইলের সফটওয়্যার আপডেট করতে এসেছিল তাঁরা। তদন্তে এমনই জানতে পেরেছেন এনআইএ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে তদন্তকারী ওই দোকানে হানা দেন। দোকানের কর্মীদের সঙ্গে কথাও বলেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, দোকানের কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আধিকারিকরা দুই জঙ্গির ছবি দেখান। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারেন কর্মীরা। দোকান কর্মীরা জানান, জঙ্গির মোবাইল সামান্য অডিওর সমস্যা ছিল। সেটি সারাই

করতে এসেছিল জঙ্গিরা। তেমনই আবার নিজেদের লুকোতে মোবাইলের সফটওয়্যার আপডেট করার চেষ্টাও করেছিল তারা। চাঁদনি চকের ওই দোকানটিতে মোবাইলটি একদিনের জন্য রেখেও গিয়েছিল জঙ্গিরা। পরদিন মোবাইল ফেরতও নিয়ে যায় তারা। তবে আর মোবাইলের দোকানে আসেনি দু'জনের কেউই। ওই দুই জঙ্গিরা নাম ভাঁড়িয়ে তিনটি ভুয়ো আধার কার্ডের কপি জমা দিয়ে কলকাতার অন্তত আটটি হোটেলে গা-ঢাকা দিয়েছিল। ১৮ দিন ধরে কলকাতার হোটেলে গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর তারা কোলাঘাট হয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে পাড়ি দেয়। বেঙ্গালুরুর কাফেতে বিস্ফোরণের পর তারা চেন্নাইয়ে পালায়। সেখান থেকে কখনও বাস, কখনও ট্রেন, অর্থাৎ 'কাটা রুটে' গত ১০ মার্চ এসে পৌঁছয় হাওড়া স্টেশনে। একটি ট্যাক্সিচালককে হোটেলে নিয়ে যেতে বলে। তিনি লেনিন সরণির একটি হোটেলে নিয়ে আসেন। ধর্মতলা অঞ্চলেই একটি হোটেলে থাকে দুই রাত। ১২ মার্চ দুপুরে এস এন ব্যানার্জি রোডের একটি হোটেলে ওঠে। চেক আউট করে পরদিন। ১৪ মার্চ দুপুর বারোটা পর্যন্ত থেকে চেক আউট করে।

সেদিন থেকে ২১ মার্চ তারা শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছিল বলে গোয়েন্দাদের সন্দেহ। ২২ মার্চ সন্ধ্যার পর রেজিস্টার খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ২৫ মার্চ পর্যন্ত ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর এলাকার আরও দু'টি হোটেলে রাত কাটায় তারা। ২৮ মার্চ পর্যন্ত থাকার জন্য দুদফায় তিন হাজার টাকা ভাড়া দেয়। তারা প্রথমে এগরা যায়। সেখানে আইএস-এর এক স্লিপার সেলের সদস্যর বাড়িতে থাকার পর পৌঁছয় কাঁথিতে। সেখান থেকে দিঘায়। আর তার পরই পুলিশের সহযোগিতায় এনআইএ-র জালে ধরা পড়ে দু'জনে।

ভোটের মুখে তাজা বোমা উদ্ধার, সরব অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের মুখে ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গুপ্তার বাগান এলাকার একটি বাড়ির মধ্যে থেকে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার হল। শনিবার বেলায় স্থানীয় বাসিন্দা নাড়ু গোপাল চক্রবর্তীর ভাড়াটিয়া ডলি দেবী উঠোনের এক কোণে মজুত রাখা জ্বালানি কাঠ আনতে গিয়ে কালো প্লাস্টিকে মোড়া তিনটি কৌটো বোমা দেখতে পান। খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ এসে তাজা বোমাগুলো উদ্ধার করে নিয়ে। তবে বাড়ির মধ্যে বোমাগুলো এল কী করে, তা নিয়ে হতবাক চক্রবর্তী পরিবার ও তাঁর ভাড়াটিয়ারা। যদিও নাড়ুবাবু খুব অসুস্থ। ভাড়াটিয়া ডলি দেবী জানান, রান্না করার জন্য জ্বালানি কাঠ

টানতেই বোমাগুলো তাঁর নজরে আসেন। ওখানে কী করে বোমা এল, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। নাড়ুবাবুর ছেলে বিজয় চক্রবর্তী জানান, ভাড়াটিয়া কাঠ আনতে গিয়ে বোমাগুলো দেখতে পান। তবে কারা, কখন, কেন বোমাগুলো লুকিয়ে রেখেছিল, তা তিনি জানেন না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে থেকে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্কিত গুপ্তার বাগান এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্তে জগদ্দল থানার পুলিশ। বোমা উদ্ধার নিয়ে ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'ভোটে গোলমাল পাকাতে বোমা লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, গুপ্তার বাগান এলাকায় বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল লিখতে পারছে না। রাজ পান্ডে ওখানে সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে। তাঁর দাবি, প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে 'প্রতিক্রিয়া' হবেই। তখন প্রশাসন সামাল দিতে পারবে না। প্রশাসনের বিরুদ্ধে , সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দেয়। আর ভদ্র লোকজনের বিরুদ্ধে ১০৭ কিংবা ১১০ ধারায় মামলা রুজু করে।'

রাজ্যের আপত্তি খারিজ

রামনবমীতে শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রামনবমীর দিন হুগলির শ্রীরামপুরে মিছিলের অনুমতি চেয়ে রাজ্যের দ্বারস্থ হয়েছিল একটি সংগঠন। তবে ভোটের কারণে অশান্তি এড়াতে রাজ্য পুলিশ ওই মিছিলের অনুমতি দেয়নি। এরপরই সংগঠনের তরফে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দেন। আদালত জানিয়েছে, ১৩টি মিছিলে ২০০ জন করে সর্বাধিক থাকতে পারবেন। মিছিলের নিরাপত্তার কারণে রাজ্য পুলিশ চাইলে কেন্দ্রীয় বাহিনীরও সহায়তা নিতে পারবে। এর আগে গত বছর রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীরামপুরে জিটি রোড-সহ রাজ্যের কয়েকটি জায়গা। এবারেও শ্রীরামপুরে একাধিক মিছিল করতে চেয়ে রাজ্যের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। আবেদনকারীরা জানান, মিছিলে ৩৫ হাজার মানুষ উপস্থিত থাকবেন। এত সংখ্যক মানুষ মিছিলে উপস্থিত হলে গোলমাল হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্য। যদিও আদালত জানিয়েছে ১৩টি মিছিলে ২০০জন করে সর্বাধিক থাকতে পারবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়াতেও কোনও সমস্যা নেই।

বিমানবন্দরের যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার সাড়ে ১১ লক্ষ নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিমানবন্দরে যাত্রীর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, এই বিপুল পরিমাণ নগদের কোনও বৈধ কাগজ যাত্রী দেখাতে পারেননি। আয়কর দপ্তরের এয়ারপোর্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগরতলা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর শনিবার ভোররাতে এক যাত্রীর লাগেজ থেকে টাকা উদ্ধার হয়। কেন এত টাকা নগদ আনা হচ্ছিল জবাব দিতে পারেননি জয়দেব পাল নামে ওই ব্যক্তি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে নির্বাচনের জন্য টাকা আনা হচ্ছিল কি না। ভোটের আবহে প্রচুর বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। সে ব্যাপারে এবার

প্রথম থেকেই কড়া অবস্থানে নির্বাচন কমিশন। আয়কর দপ্তরও কড়া নজরদারি রেখেছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার হয় সোনা। তারও আগে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল অর্থের হিরেও। এদিকে গত মাসেই নির্বাচন কমিশন ভোটবাংলা থেকে উদ্ধার হওয়া অর্থ, লিকার, সোনার তালিকা প্রকাশ করেছিল। ৩০ মার্চ অবধি উদ্ধার হওয়া নগদ টাকার পরিমাণ ৭.৮৭ কোটি টাকা। ১২,৬৯,১৯৪.৯৩ লিটার লিকার উদ্ধার হয় যার মূল্য প্রায় ৩৩.৮৬ কোটি টাকা। কমিশন জানিয়েছিল, ভোটের সময় কোনওরকম বেআইনি লেনদেন, পাচার, অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে তারা বদ্ধপরিকর। প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চলবে নজরদারি।

কিউআর-কোড পেমেন্ট সিস্টেমেই শৌচালয় ব্যবহার থেকে কেনাকাটা

নয়া উদ্যোগ কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও ডিজিটাল ভারত গড়ার পথে আরও একধাপ এগোল কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে। কিউআর কোড স্ক্যান করে বা ইউপিআই পেমেন্ট এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে যেমন খুচরোর সমস্যা এড়ানো যায়, তেমনই কেনাকাটি করে অনলাইনেই টাকা দিয়ে দেওয়া যায়। নগদের ঝামেলা থাকে না। এবার মেট্রো যাত্রীরা স্মার্ট ফোনের সাহায্যে কিউআর-কোড পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে টাকা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পে-এন্ড-ইউজ টয়লেট ব্যবহার এবং

মেট্রো চত্বরে দোকান থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন । মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেছেন, 'এই উদ্যোগ যাত্রীদের অনলাইনে অর্থপ্রদানে সাহায্য করবে এবং এটি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সময় বাঁচাবে।'

লেক কালীবাড়ির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুসজ্জিত কালীমা।

নববর্ষে বাড়বে গরমের দাপট, স্বস্তি দিতে হবে না বৃষ্টি, বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিন কয়েক আগে সকালের আধ ঘণ্টা বৃষ্টি স্বস্তি দিয়েছিল কলকাতা-সহ শহরতলিবাসীকে। এক ঝটকায় ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমায় মুক্তি মিলেছিল দহনজ্বালা থেকে। গত দু'দিন ধরে হাওয়া অফিস বৃষ্টির কথা শোনালেও, স্বস্তি দিতে বৃষ্টি আসেনি।

বাংলার নববর্ষেও তেমন কোনও আশার কথা শোনাতে পারল না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হল। চৈত্র সংক্রান্তিতে গরম আরও বাড়বে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বেলা যত গড়াবে ততই বাড়বে ঘামের প্যাচপ্যাচানি। নববর্ষের সূচনায় এক লাফে ২ থেকে ৫ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রবিবারই ১৪৩০ থেকে ১৪৩১ এ পা দিচ্ছে বাংলা। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৫, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি।

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম বাড়লেও, সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র পশ্চিমের জেলাগুলিতে সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, , বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম এই চার জেলায়। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

পরিচয়ের সূত্র ধরে বন্ধু সেজে সোনা, টাকা চুরি, মহারাষ্ট্র থেকে ধৃত ২ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে বাড়িতে অতিথি হয়ে এসে ও থেকে কৌশলে চুরির অভিযোগ। সোনার গয়না থেকে টাকা। ঘটনার মাস খানেক পর পুলিশের জালে মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা মা ও মেয়ে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মুম্বই বেড়াতে গিয়েছিলেন গড়পার রোডের এক দম্পতি। সেখানে তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয় মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা পাপিয়া এবং অনুষ্কা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আলাপ গড়ায় বন্ধুত্বে। ভালো পরিচয় সূত্রেই কলকাতায় এলে গড়পার রোডের দম্পতির বাড়িতে উঠতেন তাঁরা। মার্চ মাসে কলকাতায় আসেন পাপিয়া ও অনুষ্কা। ৯ মার্চ সকালে ফিরেও যান তারা। তারপরে দম্পতি বুঝতে পারেন তাঁদের সাড়ে চার লক্ষ টাকার সোনার গয়না এবং মোবাইল ফোন উধাও। এমনকী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও গায়েব ৭৯ হাজার টাকা। ১৩ মার্চ নারকেলডাঙা

থানায় অভিযোগ জানান গড়পার রোডের দম্পতি।

তদন্ত শুরু হতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বের হয়। চুরির ঘটনার তদন্তে নামেন নারকেলডাঙা থানার আধিকারিকেরা। দুই মহিলার মোবাইল ফোন সুইচড অফ পায় পুলিশ। তবে পাপিয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বেশ কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি নম্বর পাকাপাকিভাবে হাতে আসে তদন্তকারীদের। অভিযুক্ত অনলাইনে কেনাকাটা করতে এই নম্বর ব্যবহার যে করেন তিনি তা বোঝা যায়। জানা যায়, এই অ্যাকাউন্টেই অভিযোগকারিণীর অ্যাকাউন্ট থেকে ৭৯ হাজার টাকা চালান করা হয়েছে। পাপিয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে এও জানা যায়, অন্য আর একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এই অ্যাকাউন্টে চোরাই গয়না লেনদেনের টাকাও জমা পড়েছে।

কিন্তু কীভাবে হল এই জালিয়াতি? তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, কলকাতার ওই দম্পতিকে নেটব্যাঙ্কিং-এর পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন পাপিয়া ও অনুষ্কারা। যার ফলে দম্পতির লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড জানতেন পাপিয়া ও অনুষ্কা। সেই সব কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে এই জালিয়াতি করা হয়েছে বলে পুলিশ একপ্রকার নিশ্চিত হয়। অবশেষে মা-মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায় মুম্বই থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে মহারাষ্ট্রের পালঘর শহরের একটি আবাসিক সোসাইটিতে। সময় নষ্ট না করে সার্জেন্ট সৈয়দ কাসিম রাজা, সাব-ইন্সপেক্টর গৌরব ভট্টাচার্য, এবং কনস্টেবল মৌমিতা সিংহ ও সুশীল রায় রওনা দেন পালঘরের উদ্দেশে। আবাসিক সোসাইটিতে হানা দিয়ে ২৬ মার্চ তাঁরা গ্রেপ্তার করেন পাপিয়া ও অনুষ্কাকে। দু'জনের কাছ থেকে উদ্ধার হয় কিছু খালি গয়নার বাক্স এবং চোরাই মোবাইল ফোন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে কিছু গয়না তাঁরা হুগলির এক ক্রেতাকে বিক্রি করেছেন। অভিযুক্তের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রিষড়ার এক গয়নার দোকান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিছু গয়না এবং ২১ গ্রামের বেশি গলানো সোনা। এছাড়াও উদ্ধার করা গিয়েছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া ৭৯ হাজার টাকাও। এদিকে অভিযুক্ত মা-মেয়েকে গ্রেপ্তার করেন নারকেলডাঙার পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর ট্রানজিট রিমান্ডে দু'জনকে কলকাতায় আনা হয়। ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পতাকা টাঙাতে বাধায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মারের অভিযোগ

অস্বীকার বিজেপির, কমিশনে শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের বুথ সভাপতির বাড়ির সামনের রাস্তায় জোর করে বিজেপির পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লাউগ্রাম এলাকায়। বাধা দিতে গেলে তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তৃণমূল নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলে প্রশাসন ওই পতাকা খুলে নিয়ে যায়। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, গ্রামে অস্থিরতা তৈরি করায় ওই তৃণমূল নেতাকে মারধর করেছে এলাকার মানুষই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বাঁকুড়ার লাউগ্রাম অঞ্চলে বিজেপির পতাকা টাঙাচ্ছিলেন স্থানীয় বেশ কিছু বিজেপি কর্মী। ওই বিজেপি কর্মীরা লাউগ্রামের তৃণমূল বুথ সভাপতি নিতাই চন্দ্র রানার বাড়ির সামনে রাস্তায় পতাকা টাঙাতে গেলে ঘটনার সূত্রপাত। অভিযোগ, পতাকা টাঙালে বাড়ির রাস্তা অবরুদ্ধ হবে এই দাবি করে বিজেপি কর্মীদের পতাকা টাঙাতে বাধা দেন তৃণমূলের ওই বুথ সভাপতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসায় উত্তেজনা বাড়তে শুরু করে। দু'পক্ষের মধ্যে বচসার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা।

অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি কর্মীরা নিতাই চন্দ্র রানাকে মারধর করেন। এরপরই নির্বাচন কমিশন তথা স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের ওই বুথ সভাপতি। অভিযোগ পেতেই বিতর্কিত ওই জায়গায় টাঙানো বিজেপির পতাকা খুলে দেয় পুলিশ ও প্রশাসন। নিতাই চন্দ্র রানার অভিযোগ, যে জায়গায় বিজেপি কর্মীরা পতাকা টাঙাচ্ছিলেন সেই জায়গার মালিকানা তাঁর। অথচ তাঁর কোনও রকম অনুমতি না নিয়ে জোর করে বাড়ির রাস্তা অবরুদ্ধ করে বিজেপি কর্মীরা জবরদস্তি পতাকা টাঙাচ্ছিলেন। প্রতিবাদ করাতেই তাঁকে মারধর করা হয়েছে।

এই ঘটনায় বিজেপির হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব। বিজেপির দাবি, নিতাই চন্দ্র রানাকে মারধরে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই। এলাকায় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করলে এলাকার মানুষই তাঁকে মারধর করেছে।

জঙ্গিরা জানে এই রাজ্যে কেউ গায়ে হাত দেবে না : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: যত টেররিস্ট লোক এই রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় বলে শনিবার শহর বর্ধমানের লাকুডির জলকল মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে লাকুডি মোড়ে চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে দিঘায় ধৃত দুই জঙ্গি প্রসঙ্গে দাবি করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ধৃত জঙ্গিরা গা ঢাকা এই রাজ্যে দেয়, ওরা জানে এই রাজ্যে কেউ গায়ে হাত দেবে না। শাহজাহান দু' মাস ধরে ঘুরছিল পুলিশ জানত না কোথায় আছে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জানতেন না শাহজাহান কোথায় আছে! যত টেররিস্ট লোক এই রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়।' জলপাইগুড়িতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ইলেকশনের পরে ঘর দেবেন, উনি সব দেবেন বলেন, কিন্তু কাজে কিছুই করেন না। জলপাইগুড়িতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে, লোকসভা শেষে যে বিপর্যয় হবে তাতে তৃণমূল দলটাই উঠে যাবে।'

এদিন দিলীপ ঘোষকে কাছে পেয়ে একজন সাধারণ নাগরিককে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নালিশ করতেও শোনা যায়। দিলীপ ঘোষের পাশে বসে একজনকে বলতে শোনা যায়, পশ্চিমবাংলায় চোর, চিটিংবাজ, গুন্ডাতে ভরে গিয়েছে। তাঁর প্রশ্নে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'যদি ভয় না থাকে, আটকাবার কেউ যদি না থাকে, তা হলে তো বাড়বেই। শাসনে যারা বসে আছে তারাই যদি চুরি করে তা হলে ছিচকে চোরেরা তো চুরি করবেই।'

এদিন তিনি চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে বর্ধমান শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে মা কমলাকান্ত কালীমন্দিরে পুজো দিলেন। কমলাকান্ত কালীমন্দিরে পৌঁছনো মাত্রই দলীয় কর্মীরা তাঁকে অভিযোগ জানান, এই এলাকায় তৃণমূল কাউন্সিলের দলীয় ফ্ল্যাগ খুলে নেওয়ার হুমকির কথা, ফ্ল্যাগ খুলে নেওয়ার হুমকির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এসব হুমকি টুমকি দিচ্ছে যত ওরা হারার দিকে যাবে তত ওরা হুমকি দেবে, ফ্ল্যাগ খুলে বিজেপিকে হারাতে পেরেছে কোনও দিন, পারবে না অভ্যাসটা পালটে যাবে।'

তৃণমূলের ঝান্ডা, প্রচারের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূলের ঝান্ডা, নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার পুরাতন মালদা থানার কালুয়াদিঘি এলাকার জামতলী মোড়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ বিক্ষোভ। তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহার নেতৃত্বেই শুরু হয় এই অবরোধ ও বিক্ষোভ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদার সহ দলের কয়েকশো নেতা কর্মীরা।

এদিকে এই অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পুলিশের সামনেই তৃণমূলের ঝান্ডা, ফ্ল্যাগ , ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে সোচ্চার হন দলের নেতা ও কর্মীরা। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার দাবিও জানানো হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এই অবরোধ ও বিক্ষোভ চলে। পরে অবশ্য পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার দলের ঝান্ডার ছিঁড়ে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে পুরাতন মালদায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলার দাবি করেছেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পুরাতন মালদা পুরসভা ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারি পালপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা দেখতে পান তাদের দলের অসংখ্য ঝান্ডা নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কোথাও বড় বড় হোর্ডিং কেটে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যুক্ত থাকার অভিযোগ জানিয়েই শুরু হয় রাজ্য সড়ক অবরোধ বিক্ষোভ।

পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রে পুরাতন মালদা বিধানসভা থেকে তৃণমূল খুব ভালো ফল করবে। আর সেই আতঙ্কেই বিজেপি এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যায় ভাবে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের ঝান্ডা, নির্বাচনী প্রচারের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন সবই ছিঁড়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় গোটা রাত জুড়ে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছে। এদিন সকালে এই ঘটনাটি জানার পরেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এরপরই সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। পুলিশের কাছে আমরা অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি।

এদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। তিনি বলেন, বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর নির্বাচনী প্রচারে বিপুল পরিমাণ মানুষ জমায়েত হচ্ছে। এখন ওরা নির্বাচনে হারের ভয়ে এই ধরনের মিথ্যা ষড়যন্ত্র করছে।

বারাসাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নিয়ে ফের বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নিয়ে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না। প্রবীর ঘোষের পর এবার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। নতুন প্রার্থীর নামে বিজেপি সংযোগের অভিযোগে পোস্টার পড়ল বারাসাতে। সঞ্জীবের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগাল ফরওয়ার্ড ব্লকেরই সমর্থকরা।

বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রথমে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রবীর ঘোষের নাম ঘোষণা করলেও ১৯ ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থী বদল করে। নতুন প্রার্থী করা হয় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে। তারপরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ কর্মী সমর্থকরা শনিবার বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক জায়গায় পোস্টার মেরে জানতে চান সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক বিজেপির কাছে কত টাকায় বিক্রি হল? প্রসঙ্গত ফরওয়ার্ড ব্লক মনোনীত প্রার্থী প্রবীর ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনি বিজেপির শিক্ষা সেলের সঙ্গে যুক্ত এবং বিজেপির একাধিক কর্মসূচিতে এই প্রবীর ঘোষকে সশরীরে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। এমন অভিযোগ ওঠার পরেই তড়িঘড়ি ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে প্রার্থীর বদল করে উত্তর ২৪ পরগনার ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়। তারপরেই এই পোস্টার

বিতর্ক। সেই বিষয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি আমাদের ভুল হয়েছিল সে কারণে আমরা মানুষের কাছে প্রথমেই ক্ষমাপ্রার্থনা করেছি এবং পাশাপাশি তিনি জানান, পোস্টার বিতর্কটি সম্পূর্ণই বিজেপির কাজ। কারণ সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী কখনওই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দলের সঙ্গে হাত মেলাবে তা হতে পারে না। যদিও এই ব্যানার বিজেপি লাগিয়েছে এমনটাই অভিযোগ করেন বারাসাত কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এই কথার উত্তরে বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ভারতবর্ষে সবথেকে বৃহৎ পার্টি বিজেপি, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো একটি পার্টির থেকে পয়সা দিয়ে প্রার্থী সেটিং করতে হবে। পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল মুখপাত্র সুনীল মুখার্জি বলেন, এটি বামেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, তবে পূর্বে কখনও বামেদের প্রার্থী বদল করতে দেখিনি।

শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে প্রচারে বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে উখড়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার করলেন দলীয় বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেল চারটের সময় চনচনি কোলিয়ারি থেকে প্রচার শুরু করেন তিনি।

কোলিয়ারি খনি আবাসন এলাকা থেকে আনন্দমোড় হয়ে উখড়া গ্রাম, বাজার এলাকায় তিনি প্রচার করেন পায়ে হেঁটে। নতুন হাটতলাতে দলীয় কার্যালয়ে দলের মহিলা কর্মীদের বৈঠক ও উখড়া স্কুল মোড়ে পথসভা হয়। দু'টি কর্মসূচিতেই উপস্থিত ছিলেন তাপসবাবু। প্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। বলেন, 'প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছি। জন্ম থেকে মৃত্যু রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। মানুষ সেই সব প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছে। মহিলারা লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে টাকা পাচ্ছেন, চিকিৎসার

জন্য রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী। ঘরের ছেলে মেয়েরা (ছাত্র-ছাত্রীরা) সবুজ সাথী, কন্যাশ্রীর সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়াও বছরের ৩৬৫ দিন দলের কর্মীরা রয়েছে এলাকার মানুষের পাশে। ফলে বাংলার মানুষও রয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে।'

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার জয়ের ব্যাপারে তাপসবাবু বলেন, 'জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। শুধু আসানসোল নয় বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে গোটা বাংলাতেই তৃণমূলের জয় হবে। এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলের অঞ্চল সভাপতি শরণ সাইগল, ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল, রাজু মুখোপাধ্যায়, উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে, দলের মহিলা সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী সুজাতা বসু সরকার, যুব ব্লক সভাপতি পাপ্পু কুণ্ডু সহ অন্যরা।

দিপ্সিতা ধরের প্রচারে কংগ্রেস না থাকার দাবি

সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী দিপ্সিতা ধর হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলার নির্বাচনী প্রচারে আসলেন শনিবার সকালে। কিন্তু এই নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসকে দেখা গেল না বলে সাধারণ মানুষের গুঞ্জন শোনা গেল।

এই প্রসঙ্গে সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ জানালেন, 'জেলা নেতাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে আমরা কংগ্রেসকে জানিয়েছি।' কিন্তু উত্তরপাড়ার টাউন কংগ্রেস সভাপতি কামাখ্যা নারায়ণ সিং জানিয়েছেন, 'সবে খবর পেয়েছি সবাইকে জানাতে হবে একটু সময় তো লাগবে। আর তাছাড়া ওরা কংগ্রেস সমর্থিত কথাটা লিখবে সেটাই আমরা আশা করছি এবং সবাইকে খ বর দেব প্রচারে যাওয়ার জন্য একসঙ্গে যার জন্য কংগ্রেস কর্মীরা বিভ্রান্ত হয়েছিল তাঁদের বক্তব্য ছিল আমরা এখনও খ বর পাইনি।' শনিবার সকালে উত্তরপাড়ার মাখলা বন্ধুমহল ক্লাবের সামনে থেকে কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী সিপিএমের দিপ্সিতা ধর প্রচার শুরু করলেন। পার্টি কর্মীরা ও নেতারা পার্টির পতাকা নিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজ সহ নেতৃবৃন্দ, ছিলেন তরুণ তরুণীরা। প্রচার যায় ঘোষপাড়া হয়ে মাখলা গভর্মেন্ট কলোনি হয়ে টিএন মুখার্জি রোড ধরে ২১ নম্বর ওয়ার্ড

মাকালতলার দিকে যায় রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের ভিড় দেখা যায়। প্রার্থী দিপ্সিতা ধর আমজনতার দিকে হাত নাড়িয়ে নমস্কার করেন। অভিযোগ, সিপিএমের আমন্ত্রণে সাংবাদিক নির্বাচনী প্রচারের ছবি তুলতে গেলে সিপিএমের এক কর্মী সাংবাদিককে ধাক্কা মারেন, ছবি তুলতে বাধা দেন হেনস্থা করেন। প্রার্থী দিপ্সিতা ধর বলেন, 'কোন্নগর, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়ায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন, লড়াই সাধারণ মানুষকে নিয়ে রঘুনাথপুরের জল সমস্যা, পানীয় জল সমস্যা, আমাদের লড়াই চোরেদের ও দুর্নীতিবাজ ও নানা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নিয়ে। সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছে।'

নেতাইয়ে শহিদ বেদীতে মালা দিয়ে প্রচার শুরু বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: যে নেতাই ও নন্দীগ্রামের গণহত্যাকে হাতিয়ার করে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল শনিবার লালগড়ের সেই নেতাই গ্রামে পৌঁছে শহিদ বেদীতে মালা দিয়ে লালগড় এলাকায় ভোট প্রচার শুরু করলেন ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা প্রণত টুডু। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তিনি একটানা জনসংযোগ কর্মসূচি করছেন। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাইয়ে সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীরগুলিতে ৪ জন মহিলা সহ মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে লালগড়ের নেতাই একটা আলাদা গুরুত্ব পায়। শনিবার সকালে সেই শহিদ বেদীতে মালা দিয়ে লালগড় এলাকায় প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী। এরপর সেখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। বিনপুর এক নম্বর ব্লকের শারসবেদিয়া, বীরকাঁড় এলাকায় প্রচারে গেলে সেখানকার বাসিন্দারা বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে দুর্নীতি ও বঞ্চনার অভিযোগ করেন।

বারাসাতে সাংসদ প্রার্থীর শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে অভ্যস্ত, যারা ক্রিমিনাল রেকর্ডস নিতেই ভোটের ময়দানে এসেছেন তাদের কাছ থেকে এমনই অশিক্ষিত মন্তব্য আশা করা যায়। শিক্ষিত সমাজ এবং বারাসাতবাসী এটা মেনে নেবেন না। শনিবার বিকেলে চৈত্র সংক্রান্তের দিনে এবং প্রাক বাংলা নববর্ষের বিকেলে বিজেপি প্রার্থীর নাম না করে এমনই মন্তব্য করেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সম্প্রতি অশোকনগরের প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার তৃণমূল কর্মীদের চ্যালাকাঠ দিয়ে মারার নিদান দিয়েছিলেন। তারই প্রতিবাদে এদিন তিনি এমনই মন্তব্য করেন। এদিন কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে বারাসাত শহর জুড়ে প্রাক নববর্ষ শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। কাকলি ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বারাসাতের পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পুরপিতা অরুণ ভৌমিক, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, দেবব্রত পাল, ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাশিস মিত্র, সহ ছাত্র নেতারা। এদিন সাংসদ প্রার্থীর দুই বউমাও শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এদিন বিদায়ী সাংসদ কাকলিকে নিয়ে লেখা ছাত্র নেতা সোহম পালের অডিও ভিডিও থিম সং এর উদ্বোধন করেন কাকলি স্বয়ং। এদিন কাকলি আরও বলেন, নির্বাচনী বন্ড শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীতে বড় স্ক্যাম। এই শুভ দিনে আর সেই স্ক্যামের কথা বলতে চাই না। বারাসাতের মানুষ আমাকে ১৫ বছর ধরে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়ে ছিলেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আগামী দিনে সুযোগ দিলে আবারও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব। আজ এই শুভক্ষণে চাইব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক।

লক্ষ্মীর ভান্ডার হাতে কীর্তির সমর্থনে মিছিল মহিলা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মহিলাদের হাতে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে এই মিছিলে প্রচার করা হল বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি ঝা আজাদ ভগতের।

পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদের প্রচারে মিছিল হয় বর্ধমান শহরে বড়নীলপুর মোড় থেকে টাউন হল পর্যন্ত এই মিছিলে পা মেলান প্রায় ২০০০ মহিলা সমর্থক তৃণমূল কর্মীরা।

সামনের সারিতে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি শিখা সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি ঝাঁ আজাদ ভগত, বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আলপনা হালদার, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ পাত্র দেবু টুডু সহ বিভিন্ন ব্লকের এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং অন্যান্য তৃণমূলের কর্মীগণ। এদিনের এই জনজোয়ার মিছিলকে সামনে রেখে প্রচার করা হল লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের।

ঐতিহ্য ও প্রাচীন রীতি মেনে গাজন উৎসবে সামিল আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাত পোয়ালেই নববর্ষ। তার আগে চৈত্রের সংক্রান্তিতে গাজন উৎসবে মেতে ওঠে গোটা বাংলা। প্রাচীন রীতি মেনে গাজন উৎসব ঘিরে উন্মাদনা হুগলি জেলা জুড়ে। ভারতবর্ষের অন্যতম শৈবক্ষেত্র তারকেশ্বরের তারকনাথ থেকে শুরু করে খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর, বাতানলের শিব, কাঁচগোড়িয়ার বদ্যিনাথ, মইগ্রামের হড্ডাগার শিব সহ বিভিন্ন জায়গায় দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোপাঠ চলে বিভিন্ন নামে। হুগলি জেলার মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন গাজন উৎসব হল আরামবাগের কাঁচগোড়িয়ার বাবা বদ্যিনাথের গাজন উৎসব। চৈত্র শেষের সোনালি আলোয় বেজে ওঠে গাজনের ঢাক, ঢোল, কাঁসর। গাজন বা চড়ক বাংলা বছরের শেষ উৎসব। কাঁচগোড়িয়ার গাজন উৎসবে সামিল হাজার হাজার

মানুষ। নীল ষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে এই গাজন উৎসবের সূচনা হয়। বহু বছরের পুরনো এই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে অগণিত ভক্তের ঢল নামে কাঁচগোড়িয়া গ্রামে। এখানে প্রায় দেড়শো জনের মতো ভক্ত সন্ন্যাসী হয়। তার সঙ্গে চলতে থাকে বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা। এখানে পুরুষেরা বান ফুঁড়ে শিবের আরাধনা করেন। এই গাজন উৎসব কমিটির দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তি বলেন, আমাদের বাবা শিব বদ্যিনাথ রূপে পূজিত হন। তাঁর নামেই গাজন উৎসব। সকাল থেকেই দেবাদিদেব মহাদেব তথা বদ্যিনাথের আশীর্বাদ নিয়ে বান ফোঁড়া শুরু হয়। বাবার আশীর্বাদে সকল সন্ন্যাসী সুষ্ঠু ভাবে পুজোপাঠে সামিল হন। প্রসঙ্গত, আধুনিকতা আর অবক্ষয় সংস্কৃতিতে যতই গ্রাস করুক না কেন, গ্রামবাংলায় আজও দেখা যায় গাজনের বৈচিত্রপূর্ণ ছবি। চৈত্রের শুরু থেকেই ধ্বনিত হয় 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে...'। এই সময় অন্ত্যজ শ্রেণির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সন্ন্যাস পালন করেন। কেউ কেউ আবার শিব-পার্বতী সেজে হাতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বের হন। সারাদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আতপচাল, রাঙালু, কাঁচাআম, কাঁচকলা এবং অর্থ সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় তাঁরা পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন। গাজন উৎসবের মূলত তিনটি অংশ; ঘাট-সন্ন্যাস, নীলব্রত ও চড়ক। আগে মূলত চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই ভক্তরা সন্ন্যাস পালন করতেন। এখন কেউ চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন আগে, কেউ বা তিন দিন আগে থেকে কঠোর নিয়ম পালন করেন। সন্ন্যাস পালন করা হয় বলে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, হবিষ্যি গ্রহণ আবশ্যিক। একটি দলের মধ্যে এক জন মূল সন্ন্যাসী এবং এক জন শেষ সন্ন্যাসী রূপে গণ্য হন। উৎসবে এই দু'জনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায় গাজনের আঞ্চলিক বৈচিত্র। এদিন কাঁচগোড়িয়ার শিব মন্দিরে পুজো দিতে আসা গৃহবধূ মুনমুন চক্রবর্তী বলেন, সংসারে কল্যাণ কামনায় পুজো দিতে এসেছি। বাবা বদ্যিনাথের আশীর্বাদে সকল গ্রামবাসী বিপদ মুক্ত হবে। অন্যদিকে রাকেশ সরকার নামে এক যুবক বলেন, প্রায় তিনশো বছর ধরে রীতি মেনে বাবা বদ্যিনাথের পুজোপাঠ হয়ে আসছে। বান ফোঁড়া আমাদের গাজন উৎসবের অন্যতম ঐতিহ্য বহন করে। সবমিলিয়ে হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কাঁচগোড়িয়াতে কয়েক হাজার মানুষের আগমনে গাজন উৎসব একটা অন্যমাত্রা পায় বলা যায়।

মহারাষ্ট্রে তারকা প্রচারকের তালিকা থেকে বাদ শিন্ডে-অজিতের নাম!

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে বাকি হাতেগোনা মাত্র কয়েক দিন। সব রাজনৈতিক দলই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। মহারাষ্ট্রে এবার একসঙ্গে লড়াই করছে বিজেপি, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপি। তবে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে একনাথ বা অজিত কেউই প্রচার করতে পারবেন না! প্রচারকের তালিকা থেকে দুই রাজনীতিবিদকে বাদ দিল বিজেপি।

মহারাষ্ট্রে লোকসভার প্রচারে কারা কারা থাকবেন, সম্প্রতি তার তালিকা প্রকাশ করেছিল বিজেপি এবং শিবসেনার শিন্ডে গোষ্ঠী। শিবসেনার তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। অন্যদিকে, বিজেপির তালিকায় ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত।

সেই তালিকা প্রকাশ্যে আসার পরেই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগপত্রে লেখা হয়, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৭৭ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করেছে বিজেপি এবং শিন্ডে গোষ্ঠী। সেই ধারায় বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর নিজের দল ছাড়া অন্য দলের হয়ে ভোটে প্রচার করতে পারবেন না।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে কমিশন। বিজেপি এবং শিবসেনাকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার চিঠি দিয়ে জানান, কোনওভাবেই অন্য দলের নেতাকে নিজের দলের তারকা প্রচারকের তালিকায় রাখা যাবে না। সমস্ত জেলা কালেক্টর এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকেও এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে যাতে কেউ ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন লঙ্ঘন করতে না পারে, সে দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। কমিশনের চিঠি পাওয়ার পরেই বিজেপি তাদের তারকা প্রচারকের তালিকা পরিবর্তন করে। পরিবর্তিত তালিকায় দেখা গিয়েছে অজিত, একনাথের নাম প্রচারকের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে পদ্মশিবির।

মণিপুরের ঘরছাড়াদের জন্য বিশেষ ভোটকেন্দ্র

ইম্ফল, ১৩ এপ্রিল: গত বছরের ৩ মে। কুকি-মেতেই জাতি সংঘর্ষে জ্বলে হতে মণিপুর। প্রাণ হারান দুশোর উপর মানুষ। ঘরছাড়া লক্ষাধিক। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও রক্ত ঝরার খবর মিলেছিল সেরাজ্যের রাজধানী ইম্ফল থেকে। কিন্তু প্রায় দেড়মাস ধরে আর তেমন কোনও সংঘর্ষের খবর মেলেনি উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি থেকে। তবে এখনও বেশ থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বেশ কয়েকটি এলাকায়। এই আবহেই ভোট হতে চলেছে মণিপুরে। সেখানকার ঘরছাড়া মানুষদের জন্য এবার তৈরি করা হল বিশেষ ভোটকেন্দ্র।

আগামী ১৯ ও ২৬ এপ্রিল প্রথম দফায় মণিপুরে ভোট। এই লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় সেরাজ্যের প্রায় ৫ হাজার মানুষের জন্য ২৯ টি বিশেষ ভোটকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এঁরা সকলেই সংঘর্ষের জেরে বাড়ি-ঘর হারিয়েছেন। আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন ক্যাম্পে। কিন্তু তাঁরাও এবার গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হবেন। এই বিষয়ে শুক্রবার এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইম্ফল ওয়েস্ট ডেপুটি কমিশনার কিরণ কুমার জানিয়েছেন, 'মণিপুরে হিংসার ঘটনা ও ঘরছাড়াদের কথা মাথায় রেখে আমরা বেশ কয়েকটি বিশেষ ভোটকেন্দ্র তৈরি করেছি। যাতে ঘরছাড়া মানুষরাও নিজেদের মূল্যবান ভোট প্রদান করতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমরা ২৯টি বুথের ব্যবস্থা করেছি।'

ভোটদান চলাকালীন সুরক্ষা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ভোটাররা নিজেদের নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন। তাঁদের জন্য আলাদাভাবে কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না তবে যাতায়াতের দিকটি মাথায় রাখা হয়েছে। আমরা নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর রেখেছি। আশা করছি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জওয়ানরা। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। ভোটদানের সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না।' গত মাস দেড়েক ধরে মণিপুরে শান্তি বজায় রয়েছে বলেও জানিয়েছেন ডেপুটি কমিশনার।

বলে রাখা ভালো, গত বছরের মে মাসের পর মণিপুর ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশের রাজনীতি। জ্বলতে থাকা মণিপুরে কেন যাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। তবে গত বছরের জুন মাসে চারদিনের জন্য মণিপুর সফরে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার পরেও লাগাতার হিংসার ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে। কিন্তু এখন সেখানে জোর কদমে চলছে ভোটের প্রস্তুতি। এবার নির্বাচন আবহে চলতি সপ্তাহে ফের একবার মণিপুরে যাবেন শাহ।

এবার হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি, ইজরায়েলি জাহাজ আটক ইরানের

তেহরান, ১৩ এপ্রিল: সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে ইজরায়েলি হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে তেহরান। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সম্প্রতি সতর্ক করেছে, খুব শীঘ্রই ইজরায়েলের উপর হামলা চালাতে পারে ইরান। সেই আবহেই এ বার হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি ইজরায়েলি জাহাজ ধরল ইরানের বিশেষ বাহিনী 'রেভোলিউশনারি গার্ডস অ্যারোস্পেস ফোর্স'।

সংবাদ সংস্থা একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হেলিকপ্টার নিয়ে পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালীতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইরানের বিশেষ বাহিনী। তল্লাশি চালানোর সময়ই এক পণ্যবাহী জাহাজ আটক করে তারা। বন্দুক উঁচিয়ে জাহাজটিকে দাঁড় করায় সেনারা। তার পর হেলিকপ্টার থেকে একে একে নেমে আসেন বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, লন্ডন-ভিত্তিক জোডিয়াক গ্রুপের জাহাজ ছিল সেটি। শুক্রবার দুবাই থেকে জাহাজটি মুম্বইয়ের উদ্দেশে আসছিল। শনিবার হরমুজ প্রণালীতে সেই জাহাজটি বাজেয়াপ্ত করল ইরানের বিশেষ বাহিনী। 'এমএসসি অ্যারিস' নামক জাহাজটি সম্পর্কে যদিও এখনও পর্যন্ত জোডিয়াক গ্রুপ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ইরানও সরকারি ভাবে বাজেয়াপ্ত করা জাহাজের খবর নিশ্চিত করেনি। উল্লেখ্য, জোডিয়াক গ্রুপ হল ইজরায়েলি ধনকুবের ইয়াল অফারের মালিকাধীন।

প্রসঙ্গত, হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘাতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ইরান। ইজরায়েল এবং ইরান এখনও পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে না গেলেও দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর চলছে কয়েক দিন ধরেই। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয় সাত জনের, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ইরানের সামরিক বাহিনীর দুই জেনারেল।

শুক্রবার আমেরিকার এক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা জানিয়েছে, ইজরায়েল ইরানের উপর হামলা চালাতে পারে। উত্তর এবং দক্ষিণ ইজরায়েলে আক্রমণ করতে পারে তেহরান। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর গাজায় সংঘর্ষ শুরুর পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে হামাস, হিজবুল্লা, হুথি-সহ ইজরায়েল বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিচ্ছে ইরান। তারই জেরে গত এক মাসে ইরানের বিভিন্ন ঠিকানায় হামলা চালিয়েছে নেতানিয়াহুর বাহিনী।

তামিলনাড়ুতে জিপে-র ধাঁচে মোদির ছবি দিয়ে পোস্টার

চেন্নাই, ১৩ এপ্রিল: জনপ্রিয় 'ই-ওয়ালেট' জিপে-র ধাঁচে তৈরি পোস্টার। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি! ভোটের আগে তামিলনাড়ুতে তা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিজেপির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করতেই রাজ্যজুড়ে সাঁটা হচ্ছে ওই পোস্টার।

একরঙা পোস্টারটিতে মোদির ছবির উপরে তামিলে লেখা 'জি'। তার পরে ইংরেজিতে 'পে'। ঘটনাচক্রে, হিন্দিতে সম্মাননাসূচক সম্বোধন হিসাবে 'জি' ব্যবহৃত হয়। বিজেপির নেতা-কর্মীদের কাছে প্রধানমন্ত্রী 'মোদিজি' হিসাবেই পরিচিত। পোস্টারে মোদির ছবি আসলে একটি 'কিউআর কোড'! স্মার্টফোনে যা স্ক্যান করলেই দেখা যাবে নির্বাচনী বন্ড দুর্নীতি থেকে আদানিকাণ্ডের মতো বিজেপি জমানার নানা বিতর্ক।

পোস্টারে মোদির ছবির তলায় 'কিউআর কোড' স্মার্টফোনে স্ক্যান করার অনুরোধও লেখা রয়েছে ইংরেজি এবং তামিল ভাষায়। সেই সঙ্গে দুই ভাষাতেই লেখা রয়েছে 'স্ক্যাম' শব্দটি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোনও রাজনৈতিক দল বা জোট এখনও পোস্টারের দায় স্বীকার করেনি। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর পড়শি রাজ্য কর্নাটকে গত বছর বিধানসভা ভোটের সময় এমনই ধাঁচের পোস্টার দেখা গিয়েছিল। সেই পোস্টারের উপরে বড় হরফে লেখা ছিল 'পে সিএম'। আর ছিল ই-ওয়ালেটের কিউআর স্ক্যানকোড, তার নীচে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি নেতা বাসবরাজ বোম্মাইয়ের ছবি। নীচে লেখা '৪০ শতাংশ নেওয়া হয়'। ওই পোস্টার নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়্গের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল বিজেপি। কমিশনের নির্দেশে পুলিশ সেই সব পোস্টার খুলে দিলেও কর্নাটকের বিধানসভা ভোটে বিজেপি হার ঠেকাতে পারেনি।

স্বাস্থ্যকর পানীয়ের তালিকায় রাখা যাবে না বোর্নভিটা

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: 'স্বাস্থ্যকর পানীয়ের' তালিকায় রাখা যাবে না বোর্নভিটাকে। সমস্ত ই-কমার্স সংস্থাকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এবং শিল্প মন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, অনলাইন বিপণন সংস্থাগুলি তাদের সাইট বা প্ল্যাটফর্মে 'স্বাস্থ্যকর পানীয়' বিভাগে বোর্নভিটা বা এই ধরনের পানীয়কে আর রাখতে পারবে না। চিনির মাত্রা বেশি থাকাই এর কারণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ২০০৫ সালের শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন (সিপিসিআর) আইনের তিন নম্বর ধারায় তৈরি করা হয় শিশু অধিকার রক্ষাকারী জাতীয় কমিশন (এনসিপিসিআর)। তারা

নির্দেশ কেন্দ্রের

সিপিসিআর আইনের ১৪ নম্বর ধারায় একটি তদন্ত করে। তার পর জানায়, খাদ্য সুরক্ষা এবং নিয়ামক (এফএসএস) আইন (২০০৬) অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর পানীয়ের কোনও সংজ্ঞা নেই। এনসিপিসিআর তদন্তে এ-ও দেখে যে, বোর্নভিটায় রয়েছে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত চিনি।

এর আগে, যে সব সংস্থা পাওয়ার সাপ্লিমেন্টকে 'হেলথ ড্রিঙ্ক' বলছে এবং তা তৈরির ক্ষেত্রে নির্দেশিকা, সুরক্ষাবিধি মানছে না, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য এফএসএসআইকে নির্দেশ দিয়েছিল এনসিপিসিআর। যদিও এ দেশের খাদ্য আইনে 'স্বাস্থ্যকর পানীয়ের' কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। চলতি মাসের শুরুতে এফএসএসআই সমস্ত অনলাইন বিপণন সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিল, তারা যে সব পণ্য বিক্রি করছে, সে সবের যেন সঠিক শ্রেণিকরণ করা হয়। দুধজাত বা শস্যজাত পানীয়কে 'হেলথ ড্রিঙ্ক' বলে চালানো যাবে না।

সম্প্রতি ইউটিউবে এক ভ্লগার বোর্নভিটার দিকে আঙুল তুলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, এর উপকরণগুলি স্বাস্থ্যকর নয়।

রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করছে চিন

ইউক্রেনের জন্য অশনি সংকেত বলে আশঙ্কা

মস্কো, ১৩ এপ্রিল: যতদিন যাচ্ছে বন্ধুত্ব গাঢ় হচ্ছে চিন ও রাশিয়ার মধ্যে। মস্কো-বেজিংয়ের এহেন দহরম মহরমে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, দু'দেশের এই বন্ধুত্বের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে রাশিয়া ও নয়াদিল্লির সম্পর্কে? সম্প্রতি এক রিপোর্টে আমেরিকা দাবি করেছে, রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরি করছে কমিউনিস্ট দেশটি। যার প্রভাব পড়তে চলছে ইউক্রেন যুদ্ধে। কিয়েভের জন্য যা বড় অশনি সংকেত। গোটা ঘটনা প্রভাবের উপর নজর রাখছে ভারতও।

সংবাদ সংস্থায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক দাবি করেছেন, রাশিয়ায় ফুলেফেঁপে উঠছে অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলো। সোভিয়েত যুগের পর এটাই সেদেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড় সম্প্রসারণ। আর তাতে মদত জোগাচ্ছে চিন। সেদেশের মাটিতেই মস্কোর সঙ্গে মিলে হাতিয়ার তৈরি করছে বেজিং। বানানো হচ্ছে ড্রোনও। তাঁদের আরও দাবি, ক্রমশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত হচ্ছে চিন ও রাশিয়ার মধ্যে। ২০২৩ সালে ৯০ শতাংশ ইলেকট্রনিক পণ্য চিন থেকে এসেছে মস্কোতে। যা রুশ প্রশাসন ট্যাঙ্ক, মিসাইল, যুদ্ধজাহাজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, দু'বছর ধরে রণক্ষেত্রে লড়াই পর ইউক্রেনের অস্ত্র ভাণ্ডারে টান পড়েছে। আমেরিকা-সহ পশ্চিমের বেশ কয়েকটি দেশ কিয়েভকে সমরাস্ত্র জোগাচ্ছে। আর এদিকে রাশিয়ার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে চিন। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, বেজিংয়ের সাহায্যে যে অস্ত্রগুলো তৈরি হচ্ছে তা রাশিয়া ব্যবহার করবে যুদ্ধের ময়দানে। যাতে চাপ বাড়বে প্রতিপক্ষের উপর। আর এদিকে মস্কোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসার মুনাফা ঘরে তুলবে চিন।

উল্লেখ্য, গত বছরের মার্চ মাসে রুশ সফরে গিয়েছিলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বৈঠক করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তখনই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছিল এর ফলে কি মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্কে অবনতি হতে পারে। কিন্তু ভারতের 'বন্ধু' দেশ রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছিল, চিনের সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে পুরনো সম্পর্ক কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, লাদাখে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত নিয়ে ভারতকে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছিল রাশিয়া। সরাসরি জিনপিং প্রশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি ক্রেমলিন। ফলে ভবিষ্যতে কোনও দিন লাদাখে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে কয়েক দশকের বন্ধুকে পাশে পাবে কিনা দিল্লি তৈরি হচ্ছে সেই সংশয়।

লোকসভা ভোটের আগে কেরলে সিপিএম-কং দ্বৈরথ তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: লোকসভা ভোটের আগে কেরলে 'ইন্ডিয়া'র দুই শরিক সিপিএম এবং কংগ্রেসের দ্বৈরথ তুঙ্গে উঠেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দু'দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে 'বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া'র অভিযোগ তুলেছে।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন সম্প্রতি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাহুল গান্ধির দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, রাহুল সত্যিই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইকে গুরুত্ব দিলে হিন্দিবলয়ের কোনও আসনে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোটের ময়দানে নামতেন। কেরলের ওয়েনাড়ে বামেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন না।

জবাবে কেরলের কংগ্রেস নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন বলেন, 'পিনারাই বিজয়নের উদ্দেশ্য বিজেপিকে সাহায্য করা। তাই গত এক মাস ধরে ধারাবাহিক ভাবে কংগ্রেস এবং রাহুলকে আক্রমণ করে চলেছেন।' তাঁর সরকারের নানা দুর্নীতি ও অপকর্মগুলি আড়াল করাও বিজয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ করেন সতীশন।

কূটনৈতিক যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে আরব থেকে বেআইনি ভাবে সোনা আমদানি, কারুভান্নুর সমবায় ব্যাংক দুর্নীতি-সহ বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে বিজয়ন সরকার জড়িত বলেও অভিযোগ করেন সতীশন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত এড়াতেই বিজয়ন বিজেপির সুবিধা করে দিতে চাইছেন। তাই ধারাবাহিক ভাবে নিশানা করছেন কংগ্রেস এবং রাহুলকে।

২৭ এপ্রিল শুরু হতে চলেছে স্টেয়ার ইউথ ন্যাশনাল গেমস

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে আগামী ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্টেয়ার ইউথ ন্যাশনাল গেমস। ন্যাশনাল স্পোর্টস প্রোমোশন অর্গানাইজেশন এই স্টেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল চলবে এই প্রতিযোগিতা। ৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী প্রতিযোগীরা দেশের ১৫টি রাজ্য থেকে বাছাই করা ৫ হাজার স্বর্ণপদক প্রাপকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অন্ধ্র, অসম, বিহার, চণ্ডীগড়, ছত্তিশগড়, নয়াদিল্লি, গুজরাত, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ওডিশা, পঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড থেকেও প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন।

জেলে কেজরিওয়ালের সঙ্গে অমানবিক আচরণ!

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল: জেলে যে ন্যূনতম সুবিধা সাধারণ কয়েদিরা পেয়ে থাকেন, দিল্লির ৩ বারের মুখ্যমন্ত্রীকে সেটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক দাবি করল আপ। দাবি, স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়ালের সঙ্গেও দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না কেজরিওয়ালকে। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্ত্রী সুনীতার মাধ্যমেও দলীয় কর্মীদের নির্দেশ পাঠাচ্ছেন কেজরি। সম্ভবত সেকারণেই জেলে সুনীতার সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

শনিবার আপ নেতা সঞ্জয় সিং অভিযোগ করেছেন, সঞ্জয় সিংয়ের অভিযোগ, বিজেপির নির্দেশে জেলবন্দি কেজরিওয়ালের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আর সেটা করা হচ্ছে তাঁর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সুনীতাকে দেখা করতে হচ্ছে একটি জানালার মাধ্যমে। তাও ওই জানালা কাচ দিয়ে ঢাকা। কেজরিওয়ালের ব্যারাকে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না সুনীতাকে। এই ন্যূনতম সুবিধা দেওয়া হয় ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরও।

গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো। তার পর থেকেই জেলবন্দি তিনি। সেখান থেকেই নাকি নির্দেশ দিচ্ছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই নাকি চলছে সরকার।

সিডনির শপিংমলে ছুরি নিয়ে আক্রমণ যুবকের, চলল গুলিবৃষ্টি

সিডনি, ১৩ এপ্রিল: উন্মত্ত যুবকের হামলায় রক্তাক্ত অস্ট্রেলিয়া! সিডনির এক শপিংমলে ঢুকে মানুষদের এলোপাথারি ছুরির কোপ মারতে থাকে এক হামলাকারী। চলে গুলিবৃষ্টিও। ভয়ংকর এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৬ জন। আহত বহু। এই ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনার পর শয়ে শয়ে মানুষকে বন্ডি সৈকতের কাছে ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশন থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার একাধিক সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে ব্যস্ত সময়ে বন্ডির শপিং মলটিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। সেসময়ই এক যুবক ছুরি বের এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে মানুষজনদের। একটা সময় ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে গুলিও চালাতে শুরু করে। হামলাকারী যাকে সামনে পেয়েছিল তার উপরেই হামলা চালিয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। ঘিরে ফেলা হয় গোটা মল। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। উপস্থিত সকলকে বের করে মলটি খালি করে দেওয়া হয়। জখমদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গিয়েছে, মলটি খালি করার পর হামলাকারীকে ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই যুবককে বাগে আনতে গুলি চালায় পুলিশবাহিনী। সেই গুলিতেই মৃত্যু হয় হামলাকারীর। তবে তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনার পর সতর্কতা হিসাবে বন্ডি থেকে শয়ে শয়ে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ংকর এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, আমি তখন মলের উপরে ফ্লোরে একটি রেস্তোরাঁয় বসে খাবার খাচ্ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাইরে এসে দেখি মানুষ এদিক ওদিক ছুটছেন। আর কালো হুডি পরা এক যুবক উন্মত্তের মতো ছুরি নিয়ে ধাওয়া ধরছে। সামনে থাকা মানুষদের ছুরি দিয়ে কোপাচ্ছে। তার পর ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে গুলিও চালাতে শুরু করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/042(e)/2023-24
Date- 11.04.2024
1.Supply, fitting and fixing of LED Street Light (30,60,120 watt) in existing poles at different roads and places and Supply, Erection, fitting and fixing of 6Mtr. Octagonal Poles With 45 watt street Lights at different road and places for beautification work under Uttarpara-kotrung Municipality.
Date Corrigendum published.
For Details: -wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রীন লাইন ১-এর ১৫.০৪.২০২৪ (সোমবার) তারিখ থেকে কার্যকর নতুন সময়সূচি (সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ-এর মধ্যে)
প্রথম পরিষেবা শুরু হবে শিয়ালদহ থেকে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে (অপরিবর্তিত) এবং সল্টলেক সেক্টর V থেকে সকাল ৭.০০ টার পরিবর্তে সকাল ৭.০৫ মিনিটে। উভয় প্রান্ত থেকে শেষ পরিষেবার সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ অভিমুখে ২০ মিনিটের পরিবর্তে ১৮ মিনিট অন্তর ও শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V অভিমুখে ২০ মিনিটের পরিবর্তে ১৭ মিনিট অন্তর ট্রেন চলাচল করবে। শনিবারগুলিতে ট্রেন পরিষেবা বর্তমান সময়সূচি অনুযায়ী চালু থাকবে।
প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ভোটের মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তপ্ত গোঘাট, আহত ১২ জন তৃণমূলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একদিকে যখন লোকসভা ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিতালি বাগ তখন অন্যদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোঘাটের শাওড়া অঞ্চল। ওই শাওড়া অঞ্চলের বর্মা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শেখ আব্দুলা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় প্রায় ১২ জন আহত হয়। হাত পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পঞ্চায়েত সদস্যের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও সে এলাকা থেকে পলায়ন করায় তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আহতদের দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। ভাঙা হয় একাধিক বাড়ি। এই ঘটনায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে প্রশাসন। ঘটনার সূত্রপাত তৃণমূলের পতাকা বাঁধাকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের দাবি দলের নির্দেশ মতো এদিন পতাকা বাঁধার কাজ চলছিল সেই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেখ আব্দুলা গোষ্ঠীর লোকজন বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। হাত পা ভেঙে যায়। আহত হয় প্রায় বারো জন তৃণমূল কর্মী। দ্রুত থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে তারা পালিয়ে যায়।

ব্লক সভাপতি অনুগামী তথা তৃণমূল কর্মী মোল্লা ইব্রাহিম বলেন, পঞ্চায়েত সদস্যের লোকজন এসে মারধর করে। হাত পা ভেঙে দেয়। তৃণমূল কর্মী হাবিব বলেন, দলের নির্দেশ মতো পতাকা বাঁধা হচ্ছিল। পঞ্চায়েত সদস্য লোকজন নিয়ে এসে মারধর করে। পরিকল্পনা করে মারপিট করা হয়। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, এটা কাম্য নয়। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। খতিয়ে দেখা হবে। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের অনুগামী শেখ রফিক বলেন, তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্যকে বাদ দিয়ে এলাকার কিছু দুষ্কৃতীকে নিয়ে পতাকা বাঁধছিল। ওরাই গন্ডগোল করে। বর্তমানে এলাকাটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় গোঘাটের শাওড়া অঞ্চলে।

পরকীয়ার অপবাদের জেরে আত্মঘাতী স্কুল ছাত্র, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়া সম্পর্কের জেরে প্রকাশ্য রাস্তায় কলেজ ছাত্রকে পিটিয়ে ছিল প্রতিবেশী গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা। এমনকী বাড়িছাড়া করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর সেই আতঙ্কেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল স্নাতকস্তরের এক পড়ুয়া। শনিবার সকালে বাড়ির শোবার ঘর থেকেই ওই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলপুর এলাকায়। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় তদন্তে যায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রতিবেশী রোশনি বিবি, নৌশাদ শেখ সহ তার পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধেই সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত

ছাত্রের নাম হাসান শেখ (২২)। সে পুরাতন মালদার গৌড় কলেজের স্নাতকস্তরে কলা বিভাগে পাঠরত ছিল। বাড়ির একমাত্র ছেলের আত্মঘাতী হওয়ায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রতিবেশী গৃহবধূ রোশনি বিবির সঙ্গে ওই কলেজ পড়ুয়ার পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। এই নিয়েই ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা ওই যুবককে শুক্রবার রাতে ব্যাপক মারধর করে এবং গ্রাম ছাড়া করে দেওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এরপরেই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে।

মৃতের মা হাসনারা বিবি পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, প্রতিবেশী গৃহবধূ রোশনি বিবির পরিবারের লোকেরা এদিন রাতে ছেলেকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ওর মোবাইল, মানিব্যাগ সব কেড়ে নিয়েছিল। এরপর ওদের বাড়ির সামনেই বেঁধে ব্যাপক মারধর করে ছেলেকে। এমনকী এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এরপরেও আমরা কোনওরকমে ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তারপর থেকেই হাসান শেখ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ছেলের মৃত্যুর ঘটনার পিছনেই অভিযুক্তরা দায়ী। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

গাজনের ব্রত পালন অবস্থায় মৃত্যু সন্ন্যাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৈয়ড় গ্রামে গাজনের সন্ন্যাসী ব্রত পালন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন এক সন্ন্যাসী। মৃত সন্ন্যাসীর নাম সুকুমার রুইদাস (৪০)।

মৃত সুকুমার রুইদাস বিভিন্ন হাটে সবজির ব্যবসা করতেন। গ্রামবাসী জানান, কৈয়ড় সর্বজনীন বুড়ো শিবের গাজনে ব্রত পালন করার জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সুকুমার। গাজন কমিটির সদস্য প্রবীর গোস্বামী বলেন, ‘রাত গাজনের দিনে অর্থাৎ শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা অনুভব করছিল সুকুমার। তারপর তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। শনিবার সকালে মারা যায় সুকুমার। আমি নিজে এবং দু’ একজন সন্ন্যাসী তারকেশ্বর মন্দিরের পূজারীর কাছে যাই। পূজারীর মত অনুযায়ী দাহ করা হয়। পূজা কমিটির তহবিল থেকেই মৃত সন্ন্যাসী সুকুমার রুইদাসের দাহ করার সহ নার্সিংহোম এবং শ্রাদ্ধ শান্তির সমস্ত খরচা বহন করা হবে।’ গ্রাম সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

লটারির কোটি টাকা জিতেও কাটেনি নেশা, ব্যাংকের লোন শোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লটারিতে ১ কোটি টাকা পাওয়াই যেন কাল হয়ে দাঁড়াল চাঁচলের মহালদার পরিবারের। দুই বছর আগে লটারিতে ১ কোটি টাকার পুরস্কার পেয়েছিলেন চাঁচলের এক রাজমিস্ত্রি সঞ্জয় মহলদার। আর তারপরেই আরো বড়লোক হওয়ার নেশায় যেন ঘুম উবে গিয়েছিল সঞ্জয়বাবুর। টিকিট কাটতে কাটতে এক কোটির পুরস্কারের অর্থ যে কখন ফুরিয়ে ব্যাংকের ঋণী হয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জয় মহলদার, তার টেরটুকুও পাইনি পরিবারের লোকেরা। অবশেষে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে না পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন চাঁচলের ওই রাজমিস্ত্রি সঞ্জয় মহলদার (৩৮)।

শনিবার চাঁচল থানার কলিগ্রাম বাসডিপো এলাকার একটি আমগাছ থেকেই ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই তথ্য জানতে পেরেছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। আর পুলিশের কাছে এই ঘটনার কথা শুনে অনেকে হতবাক হয়ে গিয়েছেন অনেকেই।

যদিও স্থানীয় গ্রামবাসীরা পুলিশকে জানিয়েছে, কোটি টাকার পুরস্কার পাওয়ার নেশাতেই যেন লটারি টিকিট কাটাই ছিল সঞ্জয় মহলদারের প্রধান কাজ। পুরস্কারের অর্থ শেষ হওয়ার পরেও ব্যাংকের থেকে লোন নিয়েই টিকিটের নেশায় ডুবেছিলেন তিনি। অবশেষে ধার দেনা শোধ করতে না পেরে এইভাবেই জীবন দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই রাজমিস্ত্রি।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি সঞ্জয় মহলদার পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই নাবালক পুত্র সন্তান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয়বাবু দুই বছর আগে লটারির টিকিটে প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা পায়। তার মধ্যে লটারির নেশা ছিলই। এরমধ্যে ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ ছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মীরা। একাধিকবার বাড়িতে গিয়েও টাকার দাবি করেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ঋণদায়ে আত্মঘাতী নাকি অন্য কিছু সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহটির উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

প্রয়াত বামকর্মীর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) রেলপাড় শাখার পক্ষ থেকে শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ রেলপাড়ে সারদাপল্লির রেলওয়ে পেনশনার্স অফিসের সামনে প্রয়াত বামকর্মী বিষ্ণুপদ দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রয়াত বামকর্মী বিষ্ণুপদ দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কাঁকসা ব্লক ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাম কর্মী সমর্থকরা।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিরেশ্বর মণ্ডল জানিয়েছেন, গত ২৯ জানুয়ারি প্রয়াত হন বামকর্মী

বিষ্ণুপদ দাস। দীর্ঘদিন তিনি কাঁকসা ব্লকে সিপিএমের লড়াকু কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজনীতি নিয়ে তাঁর আদর্শ ওচিন্তাভাবনা আজও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি এদিন বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন কাহিনি সকলের সামনে তুলে ধরা হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক ডেকরেটর কর্মীর। ইদের অনুষ্ঠানের জন্য বর্ধমান থেকে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে অন্য কর্মীদের সঙ্গে খণ্ডঘোষে গিয়েছিলেন কিশোর পাত্র নামে এক ডেকরেটর কর্মী। কিন্তু শেষমেষ তাঁর বাড়ি ফেরা হল না।

জানা গিয়েছে, বর্ধমানে ফেরার পথে খণ্ডঘোষের সালুন মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ওই ডেকরেটর কর্মী। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃত ব্যক্তির বাড়ি বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুর মোষ খাটালের কাছে। দুর্ঘটনার পর খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিশোর পাত্রকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ইদের অনুষ্ঠানের জন্য বর্ধমান থেকে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে অন্য কর্মীদের সঙ্গে খণ্ডঘোষে গিয়েছিলেন কিশোর পাত্র। শনিবার ভোররাতে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ম্যাটাডোর ভ্যানে বর্ধমানে ফেরার সময় সালুন মোড়ের কাছে একটি ডাম্পারকে পাশ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। কিশোর ওপর থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। গুরুতর আহত হন তিনি।

উত্তরপাড়ায় চৈত্রের গাজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ায় মাখলা চড়কতলা মাকালতলা রঘুনাথপুর এলাকায় চৈত্রের গাজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এইসঙ্গে মাখলা চড়কতলায় পয়লা বৈশাখ বাসি চড়ক হয়।

চৈত্র হইল শেষ বর্ষ অবসান ডাকিছে চাহিছে কুহু ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান, গাজন সন্ন্যাসীরা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে শিবের গাজন পালন করেন। তাঁরা সারাদিন ধরে উপোস করে, তারপর ফলমূল খেয়ে থাকেন। রঙিন ধুতি গামছা পরিধান করে নানারকম নিয়ম পালন করেন। কখনও খেজুর গাছে উঠে কাটা ভাঙেন সকাল থেকেই ঢাকের বাজনার সঙ্গে বাবা তারকনাথের সেবা লাগে শ্লোক বলতে বলতে সাধারণ মানুষের গৃহে গৃহে যান। মূল সন্ন্যাসী হাতে ত্রিশূল নিয়ে যান। নীল ষষ্ঠীর দিন রাতে গাজন সন্ন্যাসীরা শিব ঠাকুরের চ্যালাদের উদ্দেশ্যে নানারকম খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আসেন শনিবার দিন চড়কের ঝাঁপ সন্ন্যাসীরা শিব মন্দিরে প্রদক্ষিণ করে রাতে চড়ক পুজো করে চড়কের ঝাঁপ দেন।

বেশিরভাগ এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন বড়পুকুরে চড়ক রাখা থাকে, গাজন সন্ন্যাসীরা সেই চড়ক খুঁজতে থাকেন তারপর চড়কের কাঠ তুলে নিয়ে যান। মাখলা চড়কতলায় পয়লা বৈশাখের দিন সকালে পুকুরে গাজন সন্ন্যাসীরা নেমে অনেকক্ষণ ধরে চড়কের কাঠ খোঁজাখুঁজি করেন তারপর সেই কার্ড তুলে চড়কের মন্দিরে নিয়ে যায় মূল সন্ন্যাসী গোপাল দলুই বললেন, ‘আমরা খুব নিষ্ঠার

সঙ্গে শিব ঠাকুরের গাজন উৎসব পালন করি চৈত্র মাসের শেষের দিকে এই নিয়মগুলো আমাদের পালন করতে হয়। প্রত্যেক বছর আমরা এই নিয়ম পালন করে আসি নিষ্ঠার সঙ্গে।’ চড়ক তলায় ৬৫ বছর ধরে চলছে এই গাজন উৎসব। এই উপলক্ষে মাখলা চড়ক তলায় মেলা বসে প্রচুর ভিড় হয়।

উদ্ধার তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: ভোটের আগেই মন্তেশ্বর গলা তুন গ্রামে উদ্ধার হল তাজা বোমা। শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মন্তেশ্বর থানা দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গলা তুন ঘোষপাড়া গোপাল দের খড়ের পালুইয়ের গলিতে দেখা যায় তাজা বোমা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গোপাল মাঝি উৎপল চক্রবর্তীর খামারবাড়িতে বুথের ফর্ম ফিলাপ করতে আসেন, সেই মতো অবস্থায় গোপাল মাঝি প্রস্রাব করতে গেলে দেখতে পান খড়ের পালুইয়ের গলিতে পড়ে আছে বোমা। সঙ্গে সঙ্গে মন্তেশ্বর থানায় খবর দিলে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। তারপরেই এই ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থেকে বম্ব স্কোয়াড টিম এসে বোমাগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। মন্তেশ্বর থানার পাকুরমারি ব্রিজের নীচে

নিষ্ক্রিয় করে বোমাগুলো।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় নয় থেকে দশটি বোমা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় সাংবাদিকদের কাছে উদ্ধারকারী বম্ব স্কোয়াড টিম ও প্রশাসন কোনও মুখ খোলেনি।

কালনা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাকেশ কুমার চৌধুরী সহ মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। বোমা জাতীয় বস্তু গুলোকে উদ্ধারের পর সেগুলিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। রাকেশ চৌধুরী জানিয়েছেন, ‘ প্রাথমিকভাবে বস্তুগুলোকে বোমা সন্দেহ করা হলেও, ডিসপোজাল এর সময় আধিকারিকরা কোনও বারুদ জাতীয় বস্তু পায়নি। সতর্কতা হিসেবে আমরা এলাকা ঘিরে রেখেছিলাম। তবে কিভাবে এই এলাকায় সন্দেহজনক এই বস্তুগুলো এলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বাঁকুড়ার চঞ্চল সিংয়ের তৈরি লিফটে সম্পূর্ণ সুরক্ষার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার এক ব্যক্তি নিজের হাতে বানানো লিফট লাগিয়েছেন বাড়িতে। বাজারে যেসব লিফট পাওয়া যায় সেই লিফটগুলির প্রায় অর্ধেক মূল্যে লিফট পরিষেবা দেওয়ার দাবি করেছেন বাঁকুড়ার উদ্ভাবক চঞ্চল সিং। এছাড়াও থাকছে তিন তিনটে এক্সট্রা ফিচার।

এর আগে ইলেকট্রিক জিপ বানিয়ে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি, এবার নিজের বাড়িতে বয়স্ক মানুষদের অনুরোধে সস্তায় লাগালেন লিফট। একবছর আগে পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করেন লিফটের কাজ। তবে খবর ছড়িয়ে পড়তেই চঞ্চল সিংয়ের কাছে লিফট বানিয়ে দেওয়ার অনুরোধও আসতে থাকে। নিজে বানিয়েছেন বলেই সমস্যাগুলি বুঝতে সুবিধা হয়েছে নির্মাতা চঞ্চল সিংয়ের। অসুবিধা বুঝে তিনি নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত তিন তিনটি সেফটি ফিচার লাগিয়েছেন অতিরিক্ত।

বাঁকুড়ার চঞ্চলবাবুর তৈরি এই লিফটে রয়েছে বিশেষ সুরক্ষার ফিচার। লিফটে লাগানো রয়েছে অতিরিক্ত পাওয়ার ব্যাংক প্রযুক্তি। লোডশেডিং হলে বা কারেন্ট চলে গেলে অতিরিক্ত দুই ঘণ্টা কার্যকরী থাকবে এই লিফট। লাগানো রয়েছে লিথিয়াম ফসফেট ব্যাটারি। এছাড়াও লিফটের কেবল ছিঁড়ে গেলে, নিজে থেকেই স্বয়ংক্রিয় ব্রেক কষে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চির মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে লিফটটি। এর পোশাকি নাম ‘মেকানিজম ব্রেক সিস্টেম’। কেবল ছিঁড়ে অন্যান্য সেফটি ফিচার কম্প্রোমাইজ হয়ে গেলেও, নীচে লাগানো রয়েছে কুশন। অবশেষে কুশনে গিয়ে ধাক্কা মারলে ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো যাবে বলে দাবি তাঁর।

ইতিমধ্যেই এই লিফট আরও সাতটি বাড়িতে বাণিজ্যিক ভাবে লাগিয়েছেন চঞ্চল সিং। বাঁকুড়া জেলা তথা জেলার বাইরে থেকে এসেছে লিফটের অর্ডার। এছাড়াও থাকছে ২৪ ঘণ্টার ফ্রি সার্ভিস। ইতিমধ্যেই লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেয়ে গিয়েছেন চঞ্চল সিং। নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত এই লিফটকে বাণিজ্যিক রূপ দিতে বদ্ধপরিকর তিনি। এই উদ্ভাবক এবং নির্মাতা একের পর এক চমকপ্রদ ব্যবহারযোগ্য মেশিন বানিয়ে বাঁকুড়ার নাম পৌঁছে দিচ্ছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোণায়।

রমজান মাসে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র কড়িশুন্ডা গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রমজান মাসের জন্য এবার বাঁকুড়ার ইন্দাসের করিশুন্ডা গ্রামে সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের পবিত্র ঊরুষ উৎসবের নির্ধারিত দিন ১২ চৈত্রর পরিবর্তে ৩০ চৈত্র অনুষ্ঠিত করা হল। প্রতি বছর ১২ চৈত্র সর্বধর্মের মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার কড়িশুন্ডা গ্রাম। কিন্তু এবারই তার ব্যতিক্রম ঘটল। তবে দিন পরিবর্তন হলেও পবিত্র ঊরুষ উৎসবের যোগদান করার ক্ষেত্রে মানুষের উৎসাহের কোনও ভাটা দেখা যায়নি। এদিন দূর-দূরান্ত থেকে কয়েক হাজার ভক্ত ছুটে আসেন সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের পবিত্র ঊরুষ উৎসবে যোগ দিতে। এদিন রাতভর চলে জলসা। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সব ধর্মের মানুষ বাবা হোসেন কেরমাণির মাজারে এসে মনবাসনা জানান। তার আগে বাবার চাদর মাথায় নিয়ে করিশুন্ডা গ্রাম পরিক্রমা করেন ভক্তরা। রীতির এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে শতাব্দী পার করে। বাবা সৈয়দ শাহ হুসাইন কেরমাণির এই জলসা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করে এসেছেন সৈয়দ পরিবারের সৈয়দ শামসুল হুদা

(রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেব। এরপর মহামিলনের এই জলসার হাল ধরেছেন করিশুন্ডা দরবার শরিফের আলহাজ্জ সৈয়দ রুহুল হুদা সাহেব। ১৯৯১ সালে প্রয়াত পীরজাদা সৈয়দ শামসুল হুদা (রহমত উল্লাহ আলাইহে) সাহেবের একটি মাজার তৈরি করা হয়েছে করিশুন্ডা গ্রামে। শামসুল হুদা সাহেবের ভক্তরাও সেখানে এসে বাবার মাজারে চাদর চরিয়ে মনস্কামনা জানান। এক্ষেত্রেও সব ধর্মের মানুষরাই বাবার মাজারে হাজির হয়েছিলেন তাই ধর্মীয় কোনও ভেদাভেদ এই সৈয়দ পরিবার রাখে নি।

পীরজাদা সৈয়দ নুরুল্লাহ কেরমাণি জানান, এই ধর্মীয় সভা জলসায় অংশগ্রহণ করতে এবং শান্তির বার্তা দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০-২৫ হাজার মানুষ কড়িশুন্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেন ‘প্রতিবছর ১২ চৈত্র আমাদের ঊরুষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এবছর রমজান মাসের জন্য তারিখ পরিবর্তন করে ৩০ চৈত্র অনুষ্ঠিত হল। আমাদের পূর্বপুরুষ সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণি (রহমত উল্লাহ আলাইহে) কড়িশুন্ডায় এসেছিলেন বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়ে। তিনি ইরান দেশের কেরমাণ শহর থেকে এখানে এসেছিলেন।’ বাবা কেরমাণি সাহেবের এই কড়িশুন্ডা গ্রামে প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে একটি কাহিনি। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশ।

কথিত রয়েছে, ১৫০০ শতাব্দীর কোনও একসময় ইরানের কেরমাণ শহর থেকে পরিব্রাজক হিসাবে বাবা সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণি এই কড়িশুন্ডা গ্রামে আসেন। তখন এই গ্রামেই তিনি কিছুদিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়ে আস্তানা গাড়েন। তখন ইন্দাসের এই অঞ্চল ছিল জনমানবহীন। এখানের সমস্ত এলাকাটাই ছিল বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের অধীনে। প্রচলিত কাহিনি, তৎকালীন সময়ের মল্লরাজার মন্ত্রী, সেনাপতি, পাইক-পেয়াদা এবং পারিষদদের নিয়ে ওই পথে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন।

একদিন পীরজাদা রাজার ওই পারিষদদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা এই বিশাল লোকজনদের নিয়ে কোথায় চলেছেন? যখন তিনি জানলেন যে রাজা চলেছেন গঙ্গাস্নান করে পূণ্যার্জন করতে তখন বাবা সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণি রাজাকে বলেন ‘গঙ্গা তো এখান থেকে বহু দূরে। এতটা পথের ক্লান্তি নিয়ে রাজামশাই যাবেন শুধুমাত্র গঙ্গাস্নান করতে! তিনি যদি এখানেই রাজাকে ওই গঙ্গাস্নান করানোর ব্যবস্থা করেন, তা হলে কি মল্ল নৃপতি রাজি হবেন?’ সেই কথা শুনে রাজা অবাক হয়ে ভাবেন, তা কী ভাবে সম্ভব? বাবা তখন দৈববলে রাজাকে সেখানেই গঙ্গাস্নান করান। মল্লরাজ বুঝতে পারেন পীরজাদা কোনও সাধারণ মানুষ নন। তিনি তখন বাবা সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণিকে প্রণাম করে তাঁকে ওই অঞ্চলের ২২০০ বিঘা নিষ্কর জমিদান করেন।

রাজার দেওয়া সেই জমি এখনো রয়েছে সৈয়দ পরিবারের মালিকানাধীন। সেখানেই রয়েছে সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণির পবিত্র মাজার। মানুষ তাঁদের মনবাসনা নিয়ে আজও বাবার মাজারে চাদর চড়ান। নিয়মিত ধূপ আর মোমবাতি জ্বলে ঘুমিয়ে থাকা বাবার মাজারে। প্রচলিত ইতিহাস বা কথিত কাহিনির ঊর্ধ্বে উঠে সব ধর্মের শান্তির মিলন এসে মেশে সৈয়দ শাহ হোসেন কেরমাণির এই মাজারে। আর বাবার আগমনের দিনটাকে বিশ্ব শান্তির দিন হিসেবে চিহ্নিত করে আয়োজন করা হয় এই মহা জলসার। বর্তমানে আলহাজ্জ সৈয়দ রুহুল হুদা সাহেব এই জলসাটি পরিচালনা করে আসছেন। তবে সৈয়দ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বাবার উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আমাদের পড়শি দেশ বাংলাদেশ থেকে একজন বক্তা আসেন এই জলসা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে।

পয়লা বৈশাখের ক্যালেন্ডার তৈরিতে ব্যস্ত নিয়োগী পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঘর ঘর, খট খট। নববর্ষের ক্যালেন্ডার তৈরি হচ্ছে দিনরাত। প্রতিদিন প্রোডাকশন প্রায় ২০০০ পিস। বাঁকুড়ার পাটপুরের নিয়োগী পরিবার নিজেদের বাড়িতে তৈরি করছেন নববর্ষের ক্যালেন্ডার।

বাড়িতে ঢুকেই চোখে পড়বে ব্যস্ততা। গোটা মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে ক্যালেন্ডার। একের পর এক ক্যালেন্ডারে লাল কালি দিয়ে প্রিন্ট করে চলেছেন পরিবারের কর্তা স্বরূপ নিয়োগী। সাহায্য করছেন তাঁর মেয়ে এবং স্ত্রী। প্রায় ন’ বছর ধরে এই কাজ করছে নিয়োগী পরিবার। বছরের শুরুতে এবং নববর্ষের সময় থাকে ক্যালেন্ডারের বিশেষ চাহিদা এবং সেই কারণেই এই কর্ম ব্যস্ততা। কলকাতার থেকে ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েই আসে। অর্ডার মারফত ক্যালেন্ডারে বিজ্ঞাপন প্রিন্ট করেন স্বরূপ নিয়োগী।

এছাড়াও স্বরূপ নিয়োগী জানান, বাংলা ক্যালেন্ডারে লক্ষ্মী-গণেশের চাহিদা বিপুল। মা-মেয়েতে সমান ভাবে কাজ করে চলেছেন। স্বামী স্বরূপ নিয়োগীর

সঙ্গে প্রায় ৯ বছর এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রীতা নিয়োগী। তিনি জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর রামচন্দ্র এবং রাম মন্দিরের ছবি লাগানো ক্যালেন্ডারের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

ক্যালেন্ডার বিক্রেতা সোমনাথ মণ্ডল জানালেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় ক্যালেন্ডার কেনার ঝোঁক কমেছে মানুষের। চিরাচরিত ভাবে দেব দেবীর ছবি লাগিয়ে নীচে তারিখ ঝোলানো ক্যালেন্ডার বেশি পছন্দ করছে মানুষ। তিনি আরও জানান যে, নতুনত্ব মডেল চালু হলেও সে সবের অস্তিত্ব আর নেই। দেব দেবীতেই সন্তুষ্ট হয়েছেন দিনপঞ্জির ক্রেতারা।

নববর্ষ মানেই নতুন ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে সঙ্গে জড়িয়ে আছে নস্টালজিয়া। শিশু মনে ক্যালেন্ডার শেখার ইচ্ছা থেকে শুরু করে বড় হয়ে বাড়িতে ক্যালেন্ডার নিয়ে আসা পর্যন্ত, পয়লা বৈশাখের সময় ক্যালেন্ডারের চাহিদা বরাবরই থাকে। সেই চাহিদা পূরণের জন্যই বাঁকুড়া শহরের পাটপুরের নিয়োগী পরিবার কাজ করে চলেছেন পুরোদমে।

আইপিএলের মতো কোনো কিছু আগে কখনো দেখিনি, বলছেন ফ্রেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেইক ফ্রেজার, ম্যাগার্ক যে উদীয়মান তারকা হতে চলেছেন, সেটার জানান দিয়েছেন ৬ মাস আগেই। গত বছরের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দ্য মার্শ কাপে করেছিলেন ২৯ বলে সেঞ্চুরি, যা লিস্ট 'এ' ক্রিকেট ইতিহাসের দ্রুততম। এরপর বিগ ব্যাশ লিগে ভালো করে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন। আর কাল আইপিএল আবির্ভাবেই উপহার দিয়েছেন ঝোড়ো ফিফটি।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ৫ ছক্কা, ২ চারে ম্যাগার্কের ৫৫ রানের ইনিংসটি আইপিএল অভিষেকে তিন নম্বরে নামা কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আর দিল্লি ক্যাপিটালস ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ। অথচ তাঁর সাবলীল ব্যাটিং দেখে মনেই হয়নি আইপিএলের মতো এত বড় মঞ্চে প্রথমবার খেলতে নেমেছেন।

তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক ঋষভ পন্তের সঙ্গে ম্যাগার্কের ৭৭ রানের জুটিই দিল্লির জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছে। ম্যাচ শেষে ম্যাগার্ক জানিয়েছেন, আইপিএল তাঁর কাছে অন্য ভুবনের মতো লাগছে, 'আইপিএলের মতো কোনো কিছু আগে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছে এটা অন্য একটা জগৎ। এর ব্যাপারে এতদিন শুধু শুনেই গিয়েছি, এবার খেলার অভিজ্ঞতাও হলো। ভারতে এসে খেলতে পারা আমার জন্য চমৎকার ব্যাপার।'

পরশু টিম হোটেলে সতীর্থদের সঙ্গে ২২তম জন্মদিনের কেক কেটেছেন ফ্রেজার,ম্যাগার্ক। তবে তাঁকে আসল 'সারপ্রাইজ' দিয়েছে দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্ট। জন্মদিনের পরদিন, অর্থাৎ কাল তাঁকে জানানো হয়েছে লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইপিএলে অভিষেক হতে যাচ্ছে তাঁর। ম্যাগার্ক জানিয়েছেন, এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন তিনি, 'আমি ৫,৬ ম্যাচ সাইডলাইনে বসে পার করেছি। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম।'

দিল্লির ইনিংসের ৮ ছক্কার ৫টিই মেরেছেন ম্যাগার্ক। এর মধ্যে ক্রুনাল পান্ডিয়ার টানা ৩ বলে মেরেছেন ৩টি।

ছক্কাগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে? ম্যাগার্কের উত্তর, 'কাভারের ওপর দিয়ে যেটি মেরেছিলাম। অফসাইডে ছক্কা মারার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। আমি বেশ কয়েকটি ছক্কা মারলেও খুব জোরে ব্যাট চালানোর চেষ্টা করিনি, শুধু চেয়েছি বল যাতে ব্যাটের মাঝ বরাবার লাগাতে পারি। গত ১২ মাস ধরে আমি এ চেষ্টাই করে আসছি।'

আরও ম্যাচ পেলে আরও ভালো করতে পারবেন বলে বিশ্বাস ম্যাগার্কের, 'পাওয়ারপ্লের পর ব্যাটিংয়ে নামা এমন ব্যাপার, যা আমি এখনো শেখার চেষ্টা করছি। আরও খেলার সুযোগ পেলে আরও ভালো করতে পারব।'

আজকের ম্যাচে কার সুবিধা বেশি, কলকাতা না লখনউ?

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার দুপুরে ইডেনে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিপক্ষে লখনউ সুপার জায়ান্টস। যে দলের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। এক সময় কেকেআরের অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল জিতেছিলেন তিনি। সেই গম্ভীর এখন কেকেআরের মেন্টর। কোন দলের বেশি সুবিধা হল?

ভারতের প্রাক্তন ওপেনার শনিবার ইডেনে সাংবাদিক বৈঠক করেন। গম্ভীর নিজে মনে করেন না রবিবারের ম্যাচে কোনও দল এগিয়ে থাকবে বলে। তিনি বলেন, তআমি যেমন লখনউ দলকে চিনি, তেমন ওরাও আমাকে চেনে। ফলে কোনও দল বাড়তি সুবিধা পাবে বলে মনে হয় না। আসল হচ্ছে মাঠে আমরা কী করছি। আমি লখনউয়ের জন্য আলাদা করে কোনও পরিকল্পনা করব না। আর ম্যাচ তারা জেতে যারা ভাল খেলে। যারা পরিকল্পনা ভাল করবে, তারা জিতবে এমন কোনও কথা নেই।

লখনউ এখনও পর্যন্ত কেকেআরের বিরুদ্ধে হারেনি। সেই প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, তরবিবার একটা নতুন ম্যাচ। আগে কী হয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না। শূন্য থেকে শুরু হবে। লখনউ ভাল দল। আমরাও ভাল ফর্মে আছি। ভাল ম্যাচ হবে।দ

কলকাতায় খেলতে দেখা যাবে না মায়াঙ্ক যাদবকে। লখনউয়ের হয়ে ১৫৬ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে বল করেছেন এ বারের আইপিএলে। ইডেনে পেস সহায়ক পিচ হয়। সেখানে মায়াঙ্কের না থাকা কলকাতার জন্য বাড়তি সুবিধা। যদিও গম্ভীর তেমনটা মনে করেন না। তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ দলে কে নেই, কে আছে তা নিয়ে ভাবি না আমরা। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে সেরাদের হারাতে হয়। আমি তো চাই সকলে সুস্থ থাকুক। আমাদের বিরুদ্ধে সেরা খেলাটা খেলুক। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব। আমি কখনও এটা ভেবে খেলি না যে বিপক্ষের সেরা খেলোয়াড়টা নেই বলে আমি স্বস্তিতে থাকব। কেকেআরও সেটা ভেবে খেলে না।

'হয় ব্যাট ভাঙে, নয়তো পা ভাঙে', বুমরাকে নিয়ে সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়েতে কাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে বিধ্বস্ত করেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের দুই খেলোয়াড়। বল হাতে ৪ ওভারে ১৯ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। আর ব্যাট হাতে ১৭ বলে ৪ ছক্কা ও ৫ চারে ফিফটি করেছেন সূর্যকুমার যাদব। কেমন হতো, ভারতীয় দলের এই দুই ক্রিকেটার যদি একে অপরের প্রতিপক্ষ হতেন? লড়াইটা জমত কেমন?

সূর্যকুমারকে বলে দেখুন, 'না না' বলে এড়িয়েই যাবেন। বুমরার মুখোমুখি হওয়াটাই নাকি সূর্যর কাছে আতঙ্কের। এই ব্যাট ভাঙল তো এই পা। ভয়ে নাকি নেটেও বুমরার মুখোমুখি হন না সূর্যকুমার।

ইয়র্কার, বাউন্সার, গতি আর স্লোয়ার;বৈচিত্র্যময় সব ডেলিভারিতে ব্যাটসম্যানদের আটকে রাখার কাজটি বেশ ভালোভাবেই করতে পারেন বুমরা। আর এমনই এক বোলিং প্রদর্শনীতে বিরাট কোহলির দলকে ভুগিয়েছেন কাল। ম্যাচ শেষে বুমরার বোলিং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে নিজের অকপট অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেন সূর্যকুমার, 'যশপ্রীতকে একই দলে পাওয়াটা সব সময়ই ভালো লাগার। আমি তো মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ম্যানেজমেন্টকে বলেছি, নেটে বুমরার মুখোমুখি হতে চাই না। দু-তিন বছর ধরে মুখোমুখি হইও না। (নেটে মুখোমুখি হলে) হয় সে ব্যাট ভাঙে, নয়তো পা ভাঙে।'

সূর্যকুমার গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোট পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। পুনর্বাসনে সময় লাগায় আইপিএলের শুরুর তিন ম্যাচ খেলতেও পারেননি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরলেও কোনো রান করার আগে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। তবে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ১৯৬ রান তাড়ার পথে খেলেছেন নিজের পছন্দের সব শটই। ১৯ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলে ফেরার পথে পেয়েছেন দর্শকদের অভিবাদন। ম্যাচ শেষে নিজের পুরোনো রূপে ফিরতে পারায় সন্তুষ্টিই ঝরেছে সূর্যকুমারের কণ্ঠে, 'আমি শুধু মাঠে নেমে খেলতে চেয়েছি। অনুশীলনে যেসব শট খেলি, সেগুলোই। পয়েন্টের ওপর দিয়ে খেলা স্লাইস শটটা আমার খুব ভালো লাগে।'

আশা করি ভারত তাকে বিশ্বকাপ দলে রাখবে না

কোহলিকে নিয়ে ম্যাক্সওয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলির কি ভারতের বিশ্বকাপ দলে থাকা উচিত?

প্রশ্নটা অনেকের কাছে খুব হাস্যকর লাগতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটা উঠেছে এরই মধ্যে। শুরুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং পরে সেখান থেকে এখন বিশেষজ্ঞদের আলোচনায়ও।

এমনিতে ভারতের এই দলে তিন সংস্করণেই যে কজন খেলোয়াড়কে 'অটোমেটিক চয়েজ' বলে মনে করা হয়, কোহলি তাঁদের একজন। কিন্তু তারপরও কেন এই প্রশ্ন? মূলত এবারের আইপিএলে তাঁর ব্যাটিং দেখে। সেখানে তাকিয়েও কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। ৬ ইনিংসে ৩১৯ রান, ১ সেঞ্চুরি, ২ হাফ সেঞ্চুরি, ৭৯.৭৫ গড় নিয়ে কোহলি এবারের আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যান। তাহলে সমস্যা কোথায়?

অনেকের চোখে, সমস্যা তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরনে, যেটা কিছুটা হয়তো ফুটে উঠেছে তাঁর স্ট্রাইক রেটেও;১৪১.৭৭। এই তো গত ৬ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচে ৭২ বলে অপরাজিত ১১৩ রানের ইনিংস খেলেছেন কোহলি। কিন্তু জেতাতে পারেননি তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে। সেদিন তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন ৬৭ বলে, যা আইপিএল ইতিহাসে যুগ্ম মন্থরতম। ওদিকে তাড়া করতে নেমে রাজস্থানের হয়ে ৫৮ বলে ১০০ রান করে ম্যাচ বের করে নিয়ে গেছেন জস বাটলার।

মূলত সেই ম্যাচের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়;কোহলি দলের জন্য নয়, নিজের মাইলফলকের জন্য খেলছেন। এ রকম একজনকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারতের দলে রাখা উচিত কি না, সেই আলোচনা চলে যায় এমনকি বিশেষজ্ঞদের টেবিলেও।

সেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা কোহলির পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'একজন ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইক রেট নির্ভর করে মূলত তাঁর ব্যাটিং পজিশন ও ম্যাচের পরিস্থিতির ওপর। ১৩০ কিংবা ১৪০ স্ট্রাইক রেট একজন ওপেনারের জন্য যথেষ্ট ভালো। মিডল অর্ডারে নামলে সেটা ১৫০ থেকে ১৬০ হওয়া উচিত। আইপিএলে আমরা দেখছি, ইনিংসের শেষ দিকে ২০০ স্ট্রাইক রেটে রান তুলছে ব্যাটাররা। কিন্তু কোহলি ওপেন করছে। তার মতো একজন ওপেনার ১৩০ স্ট্রাইক রেটে শুরু করলেও পরে ১৬০ বা তার বেশি স্ট্রাইক রেটে রান তোলার ক্ষমতা রাখে, যা ঠিক আছে।'

চোখধাঁধানো স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করার জন্য যাঁরা বিখ্যাত, তাঁদেরই একজন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আইপিএলে যিনি খেলছেন কোহলির দল বেঙ্গালুরুর হয়ে। এবার অবশ্য তিনি নিজেও খুব একটা ভালো করতে পারছেন না। তবে ম্যাক্সওয়েল জ্বলে উঠলে কী হতে পারে, সেটা আইপিএল এর আগে অনেকবার দেখেছে, দেখা গেছে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও।

তো, সেই ম্যাক্সওয়েল কী ভাবছেন কোহলির বিশ্বকাপ দলে থাকা নিয়ে? ইএসপিএনের 'অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট' অনুষ্ঠানে প্রশ্নটা শুনে ম্যাক্সওয়েল প্রথমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কোহলির, 'আমি যাদের বিপক্ষে খেলেছি, তাদের মধ্যে বিরাট কোহলি আমার দেখা সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণক্ষম ব্যাটসম্যান। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মোহালিতে সে আমাদের বিপক্ষে যে ইনিংসটা খেলেছিল, সেটা এখনো আমার চোখে আমার বিপক্ষে খেলা সেরা ইনিংস। ম্যাচ জিততে কী করতে হবে, এ বিষয়ে ওর সচেতনতা অবিশ্বাস্য।'

এমন একজনের বিশ্বকাপ দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ম্যাক্সওয়েল রসিকতা করে বলেছেন, 'আশা করি ভারত তাকে দলে রাখবে না। ওর বিপক্ষে না খেলতে হলে সেটা দারুণ ব্যাপার হবে।'

আইপিএল ২০২৪ দামে কম, মানে ভালো যাঁরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চড়া দামের খেলোয়াড় মানেই ভালো পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা নয়; এবারের আইপিএল যেন কথাটিকে নতুন করে প্রমাণ করছে। প্রতিটি দল কমপক্ষে চারটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। তবে নিলামের সবচেয়ে দামি (২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) মিচেল স্টার্ক ন্যূনতম প্রত্যাশাও পূরণ করতে পারেননি। ভালো করতে পারছেন না চড়া দামে বিক্রি হওয়া স্যাম কারেন, ক্যামেরন গ্রিন, আলজারি জোসেফরাও। বিপরীতে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি হয়েও আলো ছড়াচ্ছেন বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়। এমন ৫ খেলোয়াড়কে নিয়েই এ আয়োজন

মোস্তাফিজুর রহমান (চেন্নাই সুপার কিংস)

এবারের আইপিএলের নিলাম হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই নিলামে কয়েক ঘণ্টার হাঁকডাকের পরও যখন কোনো দলই মোস্তাফিজুর রহমানের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছিল না, তখন মনে হচ্ছিল এবারের আসরে বোধ হয় বাংলাদেশি খেলোয়াড়ের প্রতিনিধিত্ব থাকছে না। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিকই দল পেয়েছেন মোস্তাফিজ। তাঁকে ভিত্তিমূল্য ২ কোটি টাকাতে কিনে নেয় চেন্নাই সুপার কিংস। অন্য বিদেশি পেসারদের সঙ্গে তুলনায় আনলে অনেক কম দামেই মোস্তাফিজকে পেয়েছে চেন্নাই। তবে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার যা করেছেন, তাঁর পেছনে চেন্নাইয়ের বিনিয়োগকে সার্থক বলা যায়। আইপিএল ইতিহাসের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে মোস্তাফিজ এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছেন। দলটির জেতা ৩ ম্যাচেই রেখেছেন দারুণ অবদান।

৩ দিন আগেও আইপিএলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির প্রতীক 'পার্পল ক্যাপ' মোস্তাফিজের মাথায় শোভা পাচ্ছিল। তবে গত বুধবার রাজস্থান রয়্যালসের যুজবেন্দ্র চাহাল ও গত পরশু মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের যশপ্রীত বুমরা তাঁকে ছাড়িয়ে যান। বর্তমানে চাহাল-বুমরা দুজনেরই উইকেট ১০টি করে। তবে তাঁরা মোস্তাফিজের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মাঝে দেশে ফিরেছিলেন মোস্তাফিজ। সে কারণে সাবেক ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচটি তিনি খেলতে পারেননি। ওই ম্যাচ খেললে হয়তো সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় শীর্ষেই থাকতেন 'দ্য ফিজ'।

রিয়ান পরাগ (রাজস্থান রয়্যালস)

বাবা পরাগ দাস ছিলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার। ভারতের রেলওয়ে ক্রিকেট দলে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে সতীর্থ হিসেবেও পেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে পরাগ দাসের ছেলে রিয়ান পরাগ এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে যেভাবে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন, হয়তো তাঁকে অচিরেই ভারতীয় দলে দেখা যাবে। কেউ কেউ তো পরাগকে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নেওয়ার দাবি তুলেছেন। ২০১৮ সালে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা পরাগকে পরের বছর ভিত্তিমূল্য ২০ লাখ রুপিতে কিনে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দিলেও ২০২২ সালে বৃহৎ পরিসরের নিলামে (মেগা অকশন) তাঁকে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকাতে আবারও দলে ভেড়ায় রাজস্থান। সেই পরাগ এবার আস্থার প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছেন রানের ফোয়ারা ছিটিয়ে। এখন পর্যন্ত ২৬১ রান নিয়ে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকদের তালিকায় দুইয়ে আছেন পরাগ। শীর্ষে থাকা বিরাট কোহলির রান ৩১৯। তবে কোহলি ওপেনিংয়ে ব্যাটিং করলেও পরাগ সব ম্যাচেই নেমেছেন চার নম্বরে। তাই কোহলির চেয়ে কম বল খেলার সুযোগ পেয়েছেন।

এখন পর্যন্ত খেলা পাঁচ ম্যাচের তিনটিতে ফিফটি করেছেন পরাগ। দুটিতে ছিলেন আবার অপরাজিত। এবারের আসরে কমপক্ষে ১০০ বল খেলেছেন;এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর গড় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ; ৮৭.০০। ২২ বছর বয়সী তরুণ ছক্কা মেরেছেন ১৭টি, যা হাইনরিখ ক্লাসেনের সঙ্গে যৌথ সর্বোচ্চ।

মায়াঙ্ক যাদব (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস)

মোহাম্মদ শামি চোটের কারণে অনেক দিন হলো মাঠের বাইরে, মোহাম্মদ সিরাজের ফর্ম নেই। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের পেস আক্রমণে যশপ্রীত বুমরার সঙ্গী কে হবেন, সেটা খুঁজতে গিয়ে নির্বাচকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ার কথা। তবে তরুণ মায়াঙ্ক যাদব গতি আর বাউন্সার দিয়ে যেভাবে হইচই ফেলে দিয়েছেন, তাতে নির্বাচকেরা আশ্বস্ত হতেই পারেন। তরুণ এই ফাস্ট বোলারকে ২০২২ সালে মাত্র ২০ লাখ টাকাতে কিনেছিল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। তবে আগের দুই মৌসুম খেলার সুযোগ পাননি। অপেক্ষা ফুরিয়েছে এ বছর। অভিষেক ম্যাচেই পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ২৭ রানে ৩ উইকেট হয়েছেন ম্যাচসেরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে পরের ম্যাচে ছিলেন আরও উজ্জ্বল। সে ম্যাচে ১৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট; যথারীতি এটিতেও ম্যাচসেরা। ওই ম্যাচেই ঘণ্টায় ১৫৬.৭ কিলোমিটার গতিতে বল ছুড়েছেন, যা এবারের আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম ডেলিভারি। ২১ বছর বয়সী মায়াঙ্কের গতি তো আছেই, সঙ্গে মারতে পারেন ভয়ংকর বাউন্সার।

জনি বেয়ারস্টো, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের মতো ব্যাটসম্যানদের মাথা বরাবর বাউন্সার দিয়ে আউট করে এরই মধ্যে 'মাথায় মারা পেসার' তকমা পেয়ে গেছেন। এবারের আইপিএলে কমপক্ষে ৫০ বল করেছেন;এমন বোলারদের মধ্যে তাঁর ইকোনমি রেট তৃতীয় সর্বনিম্ন; ৬.০০। তাঁর করা ৫৪ বলের মধ্যে ৩১টিতেই রান নিতে পারেননি ব্যাটসম্যানরা। এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ডট বল করাতেও তিনি এগিয়ে; বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ২৪ বল করে ১৭টিতেই কোনো রান দেননি। তবে সাড়াজাগানো এই ফাস্ট বোলারের ছন্দে ছেদ ফেলেছে চোট। গত রোববার গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে এক ওভার বল করেই সাইড স্ট্রেনের চোট নিয়ে বেরিয়ে যান। পুরোপুরি সেরে না ওঠায় গত রাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে খেলেননি।

শশাঙ্ক সিং (পাঞ্জাব কিংস)

শশাঙ্ক সিংয়ের গল্প রূপকথাকেও হার মানাবে। নিলামে শশাঙ্ককে ভিত্তিমূল্য ২০ লাখ রুপিতে কেনে পাঞ্জাব কিংস। এর ঠিক পরপরই পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে নিলাম পরিচালনাকারীকে ইঙ্গিত করা হয়, তারা এই শশাঙ্ককে নয়; নিতে চায় আরেক শশাঙ্ককে। দলের মালিক প্রীতি জিনতাও একই ইঙ্গিত করেন। একজন খেলোয়াড়কে কিনে নেওয়ার পর আবার ফিরিয়ে দিতে চাওয়ার সেই ঘটনায় বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আইপিএলের নিলামে। পরে অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাঞ্জাব পরিষ্কার করে, তারা এই শশাঙ্ককেই কিনতে চেয়েছিল। দুজন একই নামের খেলোয়াড় তালিকায় থাকাতেই ওই গোলমাল হওয়ার কথাও জানায় দলটি। ভুল করে কেনা সেই শশাঙ্কই এবার পাঞ্জাব কিংসের সত্যিকারের 'রাজা'। প্রথম ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেও পরের চার ম্যাচেই তিনি ছিলেন অপরাজিত। ৩২ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এখন পর্যন্ত করেছেন ১৩৭ রান। এর মধ্যে আছে ২৯ বলে ৬১ রানের ইনিংস। তাঁর সেই ইনিংসের ওপর ভর করেই গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে হারতে বসা ম্যাচ জিতেছে পাঞ্জাব।

পরের ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে করেন ২৫ বলে ৪৬ রান। এদিনও তিনি দলকে প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব পারেনি ২ রানের জন্য। কমপক্ষে ৫০ বল খেলেছেন;এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর গড় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ; ১৩৭.০০। ভুল করে দল পেয়ে কীভাবে সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে হয়, সেটার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবেন শশাঙ্ক।

ট্রিস্টান স্টাবস (দিল্লি ক্যাপিটালস)

দিল্লি ক্যাপিটালস স্কোয়াডে আছেন লিস্ট 'এ' ক্রিকেট ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক ও অভিজ্ঞ শাই হোপ। এরপরও দলটি ট্রিস্টান স্টাবসকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রতিভার কারণে। দক্ষিণ আফ্রিকার এই হার্ড হিটার ব্যাটসম্যানকে এবার মাত্র ৫০ লাখ রুপিতে পেয়েছে দিল্লি। তবে ব্যাট হাতে যেভাবে তাণ্ডব চালাচ্ছেন, তাতে দলটির পয়সা উশুল হয়েছে বলাই যায়। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ১৯০.৯১ স্ট্রাইক রেটে ১৮৯ রান করেছেন স্টাবস। আছে দুটি ঝোড়ো ফিফটি ও একটি ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংস। দিল্লি পয়েন্ট তালিকার নয়ে থাকলেও স্টাবস ঠিকই বড় ইনিংস উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। এবারের আসরে দিল্লির ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর রান, স্টাইক রেট ও গড়ই (৬৩.০০) সবচেয়ে বেশি। কাল রাতে লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে দিল্লির জয়সূচক রানটা তাঁর ব্যাট থেকেই এসেছে। ২৩ বছর বয়সী ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আগামী ম্যাচগুলোতেও বড় কিছুর আশা করতেই পারে দলটি।

‘স্টার্ক দারুণ বোলার’! মনে করেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিচেল স্টার্কের দুর্বলতা কি ঢাকতে ব্যস্ত কলকাতা নাইট রাইডার্স! আইপিএলের ইতিহাসের সব থেকে দামি বোলারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে ম্যানেজমেন্ট। নইলে কেন বোলিং কোচ ভরত অরুণ থেকে শুরু করে দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীরের মুখে শোনা যাচ্ছে স্টার্কের প্রশংসা। চলতি আইপিএলে চারটি ম্যাচে ১৫৪ রান দেওয়ার পরেও কেন স্টার্ককে খারাপ বলতে পারছেন না তাঁরা?

রবিবার ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কেকেআর। তার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে স্টার্ককে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। স্টার্কের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সরাসরি কোনও জবাব না দিয়ে কিছুটা ঘুরিয়ে কথা বলেন গম্ভীর। কলকাতার মেন্টর বলেন, আমরা চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটে জিতেছি। সেটাই বড় কথা। ব্যক্তিগত ভাবে কোন ক্রিকেটার কেমন খেলছে সেটা আসল নয়। আসল হচ্ছে দলের জয়। কোনও দিন কোনও ক্রিকেটারের খারাপ জেতেই পারে।

তার পরেই স্টার্কের প্রশংসা করেন গম্ভীর। তিনি বলেন, স্টার্ক দারুণ বোলার। বিপক্ষ ওকে ভয় পায়। ওর বোলিংয়ে আমি সন্তুষ্ট। এটাও দেখতে হবে যে ওকে কঠিন সময়ে বল করতে হয়। আমি নিশ্চিত আগামী দিনে স্টার্কের সেরাটা দেখা যাবে। সেই সঙ্গে গম্ভীর আরও জানিয়ে দেন, দল জিতছে বলেই কারও উপর আলাদা করে দায় চাপাচ্ছেন না তিনি। কেকেআরের মেন্টর বলেন, তদল জিতছে বলে আমি এ ভাবে উত্তর দিচ্ছি। দল হারলে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব আমি অন্য ভাবে দিতাম।দ

দলের ওপেনার ফিল সল্ট শুরুটা ভাল করলেও গত দুই ম্যাচে রান পাননি। যদিও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন গম্ভীর। তিনি বলেন, সল্ট আর নারাইনের ওপেনিং জুটি দুর্দান্ত হচ্ছে। কেকেআরের ওপেনিং জুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু এ বার ওরা দারুণ খেলছে। ক্রিকেট দলগত খেলা। এক জনকে না দেখে জুটিকে দেখা উচিত। সল্টকে বসানোর কোনও কারণ নেই।

গম্ভীর একই ভাবে দলের তরুণদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত। অঙ্কৃশ রঘুবংশী, বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানারা নজর কেড়েছেন। মেন্টর হিসাবে তাঁদের কী পরামর্শ দিয়েছেন গম্ভীর? জবাবে তিনি বলেন, ওদের চাপ সামলে খেলতে হয়। আইপিএলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বিশেষ তফাত নেই। ওদের নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে বলি। ওদের ভরসা দিই। ক্রিকেটারের ভরসা পেলে নিজেদের সেরাটা দেয়। তবেই দল জেতে।

নিজে অধিনায়ক থাকার সময় নারাইন ছিল তাঁর সেরা অস্ত্র। দু'জনের সম্পর্কও বেশ ভাল ছিল। এ বার মেন্টর হিসাবে কলকাতায় ফেরার পরে নারাইন তাঁকে কী বলেছিলেন? গম্ভীর বলেন, ও বলেছিল, বাড়িতে স্বাগত। আসলে কিছু সম্পর্ক থাকে যেখানে আবেগ থাকে। আমাদেরটা সে রকমই। তাই ছ'বছর পরে কেকেআরের ফেরার পরেও সেই বন্ধুত্বটা থেকেই গিয়েছে।

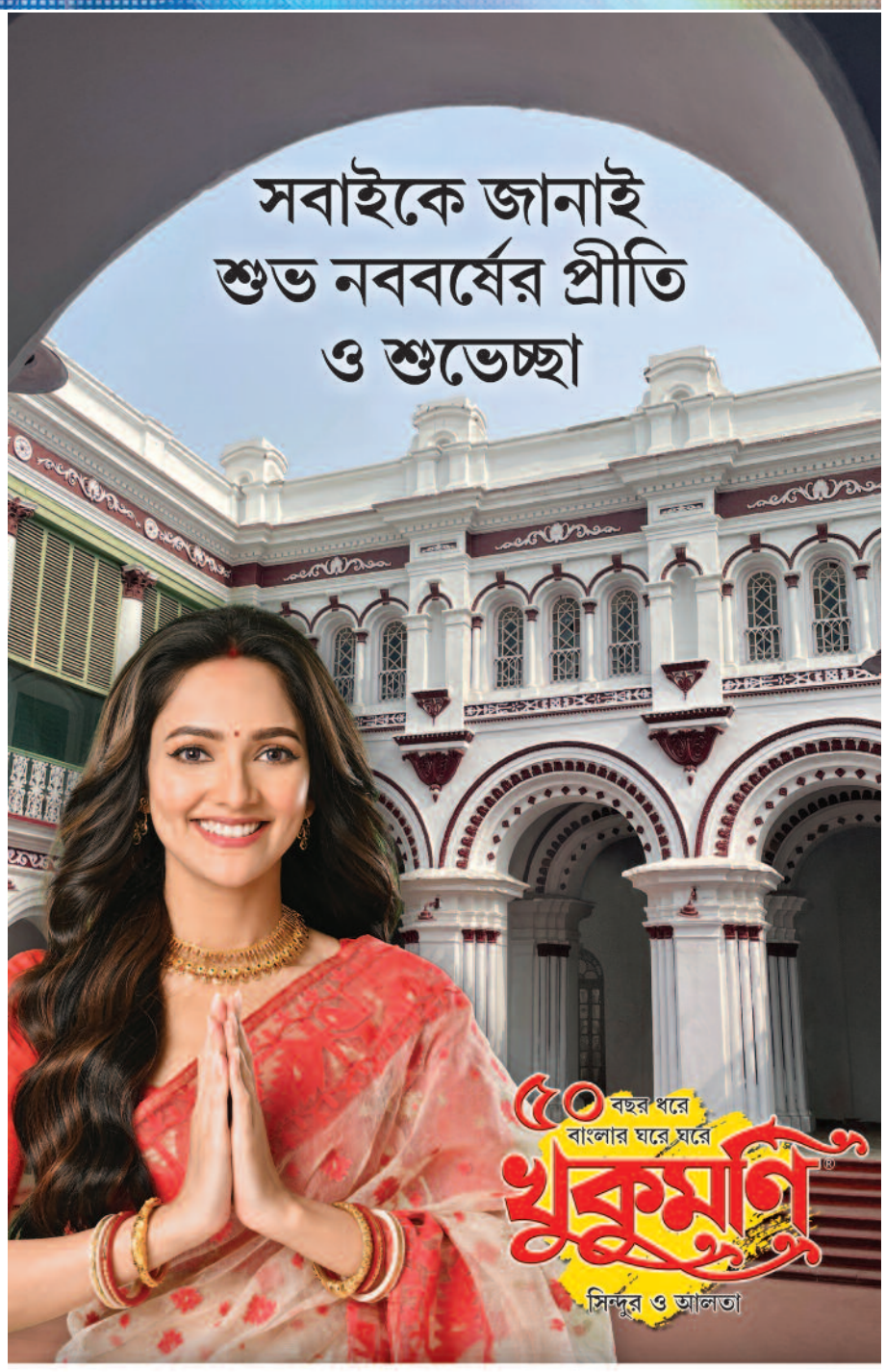

Pradip Chemical Works India Pvt Ltd
(An ISO 9001 : 2015 & GMP Certified Company), Khadinan, Howrah 711303
P 74395 06024 @ pradip_cal@yahoo.co.in W www.pradipchemical.com

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**